গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৬০ বর্ষ ২৮ সংখ্যা ১৪ - ২০ মার্চ, ২০০৮ প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর www.ganadabi.in মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

মহান কার্ল মার্কস স্মরণে

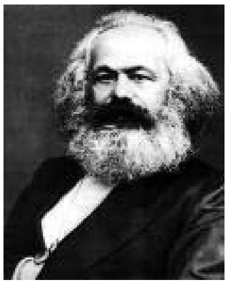

৫ মে, ১৮১৮ ১৪ মার্চ, ১৮৮৩

"...ইউরোপের সকল দেশের পূর্বধারণামুক্ত মনের মানুষের সামনে এই সত্য আজ দিবালোকের মতো পরিষ্কার যে, যন্ত্রপাতির কোনও উন্নতি, উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের কোনও নতুন প্রয়োগ, দ্রুত যোগাযোগের নিত্যনতুন কৌশল কিংবা নতুন উপনিবেশ স্থাপন, দেশ দেশান্তর থেকে শ্রমিকের আগমন, নতুন বাজার পাওয়া, অধিকতর মুক্তবাণিজ্য — পৃথকভাবে এর কোনটাই বা সম্মিলিতভাবে যদি সবগুলিরও প্রয়োগ ঘটে, তবে তার দ্বারাও শ্রমজীবী মানুষের চরম দুর্দশার বিন্দুমাত্র নিরসন এরা ঘটাতে পারে না। বিপরীতে অন্যায়-অবিচারের বনিয়াদের উপর দাঁড়ানো বর্তমান সমাজব্যবস্থায় শ্রমের ক্ষমতার প্রতিটি নতুন বিকাশ অবশ্যম্ভাবীরূপে সামাজিক বৈষম্যকে গভীর করে, সমাজের ভিতরকার সংঘাতকে সামনে এনে দেয়। এ সত্য একমাত্র তারাই অস্বীকার করতে পারে, যারা জনগণকে অলীক স্বপ্নের মোহজালে আবদ্ধ করে নিজেদের স্বার্থ গোছায়।...

অতএব ... রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করা শ্রমিকশ্রেণীর অবশ্য কর্তব্য। ...

সাফল্যের অন্যতম শর্ত হল সংখ্যাধিক্য, যা শ্রমিকদের আছে। কিন্তু সংখ্যার শক্তি একমাত্র তখনই ফলপ্রসূ হতে পারে যখন শ্রমিকশ্রেণী ঐক্যবদ্ধ এবং বিপ্লবী প্রজ্ঞার দ্বারা পরিচালিত।"

ওয়ার্কিংমেনস ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন-এ ভাষণ, ২৮/৯/১৮৬৪

মূল্যবৃদ্ধির চাপে বিপর্যস্ত জনজীবন সরকার নিষ্ক্রিয়

নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র যেভাবে অগ্নিমূল্য হয়ে উঠছে তাতে গরিব ও স্বল্প আয়ের মানুষের বেঁচে থাকাই দুষ্কর হয়ে উঠেছে, মধ্যবিত্তেরও নাভিশ্বাস উঠছে। জানুয়ারি মাসের শেষে সরষের তেলের দাম ছিল প্রতি কিলোগ্রাম ৬০ টাকা। মার্চের প্রথম সপ্তাহে তার দাম হয়েছে ৮০ টাকারও বেশি। মুসুর ডাল জানুয়ারিতে ছিল প্রতি কিলোগ্রামের দাম ৪০ টাকা; এখন প্রতি কেজি ৫৫ টাকা। অত্যন্ত সাধারণ মানের চালও এখন ১৫ টাকার নীচে পাওয়া যায় না। আটা এক সপ্তাহের মধ্যে প্রতি কিলোগ্রামে দেড় টাকা বেড়ে গেছে। কাঁচা শাক-সব্জির বাজারেও স্বস্তি নেই। লাউ ১২ টাকা, সিম ১৫ টাকা, পেঁপে ৮ টাকা থেকে ১০ টাকা, টমোটো এই সময়টায় গড়াগড়ি খায়, কিন্তু সেও ১০ টাকা কেজি। বেগুন ১২ থেকে ১৫ টাকা। কাঁচা সবজির এই মূল্যবৃদ্ধিতে এ কথা মনে করার কোনও কারণ নেই যে, কৃষক ন্যায্য দাম পাচ্ছে। বাজারের নিয়ন্ত্রক প্রভাবশালী বৃহৎ ব্যবসায়ীরাই কৃষকদের থেকে সস্তায় সবজি কেনার পর দাম বাড়িয়ে দিচ্ছে। ফলে কৃষক বঞ্চিতই হচ্ছে। আলুচাষীদের অবস্থা শোচনীয়। ইতিমধ্যে বর্ধমানের এক আলুচাষী জগন্নাথ ঘোষ আত্মহত্যা করেছেন। আকাশছোঁয়া এই মূল্যবৃদ্ধিতে সাধারণ মানুষ অতিষ্ঠ।

কেন এই মূল্যবৃদ্ধি? এ বিষয়ে শাসকদল সিপিএমের মুখপত্র 'গণশক্তি'তে ৪ মার্চ এক সংবাদে বলা হয়েছে, "সকাল থেকেই চূড়ান্ত ব্যস্ততা বড়বাজারের ভোজ্যতেলের পাইকারি বাজারে। মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কালীকৃষ্ণ টেগোর স্ট্রিট, স্ট্র্যান্ড রোডেই মূলত ভোজ্যতেলের বড় বড় দোকান। ...এইসব জায়গা থেকে প্রতি ঘণ্টায় ঘণ্টায় ঠিক হচ্ছে ভোজ্যতেলের দাম। ...গোটা রাজ্যে ভোজ্যতেলের খুচরো বাজার নিয়ন্ত্রণ হচ্ছে বড়বাজার এবং পোস্তা থেকে শুধু টেলিফোনে। ব্যবসায়ীরা বলেই দিচ্ছেন সরষের তেল কিছুদিনের মধ্যেই প্রতি কিলোগ্রাম ১০০ টাকায় দাঁড়াবে।"

ভোজ্যতেলের বৃহৎ ব্যবসায়ীরা যে তেলের মূল্যবৃদ্ধি ঘটাচ্ছে, এ কথা সাধারণ মানুষের অজানা নয়। তাদের কাছে এ কথা বলার মধ্যে বাহাদুরি নেই। কিন্তু সাধারণ মানুষ জানতে চান সিপিএম সরকার কী ভূমিকা নিয়েছে। তারা কি মুনাফাখোরদের গ্রেপ্তার করেছে? কাউকে শাস্তি দিয়েছে? পাইকারি বাজারে হানা দিয়ে পুলিশ কি মজুত উদ্ধার করেছে? সিপিএম সরকার এ সব কিছুই করেনি। তাহলে এই সরকার ক্ষমতায় থেকে কী করছে?

সিপিএম বলছে, পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধিই এ জন্য দায়ী। সকলেরই জানা, পেট্রল-ডিজেলের দাম বাড়লে পরিবহন খরচ বেড়ে গেলে মালিক ও ব্যবসায়ীরা অন্যান্য পণ্যেরও দাম বাড়িয়ে দেয়। সিপিএম বলছে, কেন্দ্রের ইউপিএ সরকারের চার বছরের শাসনে সাত বার পেট্রল ডিজেলের দাম বাড়ানো হয়েছে। প্রশ্ন হল, কংগ্রেস যখন এই 'মহান কর্তব্যটি' পালন করল, তখন সিপিএম কী ভূমিকা নিয়েছে? সংসদের বাইরে লোকদেখানো মৌখিক প্রতিবাদ ছাড়া কোনও কার্যকরী আন্দোলন গড়ে

দুয়ের পাতায় দেখুন

সিপিএম অফিসে হামলাকারীদের কঠোর শাস্তি দিতে হবে

— নীহার মুখার্জী

৯ মার্চ নয়াদিল্লিতে সিপিএম দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আর এস এস-বিশ্ব হিন্দু পরিষদ-বিজেপি'র পক্ষ থেকে সম্মিলিতভাবে যে ধ্বংসাত্মক হামলা চালানো হয়েছে, তার তীব্র নিন্দা করে এস ইউ সি আই সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জী ১০ মার্চ এক প্রেস বিবৃতিতে বলেন, এই হামলার ঘটনা আর এস এস-ভি এইচ পি-বিজেপির মতো সংগঠনগুলির ফ্যাসিবাদী মানসিকতাকেই প্রকট করে দিয়েছে। এই দুষ্কর্মে লিপ্ত ব্যক্তিদের কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন তিনি।

একইসঙ্গে কেরালার কান্নুর জেলার সাম্প্রতিক ঘটনাবলী প্রসঙ্গে, রাজনৈতিক বিরোধীদের প্রতি সিপিএমের পেশিশক্তি প্রদর্শনেরও তিনি সমালোচনা করেছেন এবং এই ধরনের চরম অগণতান্ত্রিক ও সর্বনাশা পথ থেকে বিরত থাকার জন্য সিপিএম নেতৃত্বের কাছে আহ্বান জানিয়েছেন।

১৪ মার্চ নন্দীগ্রাম গণহত্যার ধিক্কারে কালাদিবস পালন করুন

এস ইউ সি আই-এর আবেদন

নন্দীগ্রামে কৃষকদের জমিরক্ষার আন্দালনের উপর পুলিশ ও পুলিশের পোশাক পরা সি পি এম হার্মাদ বাহিনীর নৃশংস আক্রমণের এক বছর পূর্ণ হচ্ছে ১৪ মার্চ। শাসক দলের পরিকল্পিত সন্ত্রাসের মোকাবিলা করে প্রতিরোধ জারি রেখেছে নন্দীগ্রামের কৃষিজীবী মানুষ। ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটির পতাকাতলে সমবেত নন্দীগ্রামের সংগ্রামী মানুষ রক্ত ঝরিয়েছেন, প্রাণ দিয়েছেন, মা-বোনেরা লাঞ্ছিতা-ধর্ষিতা হয়েছেন, তবুও মাথা নত না করে প্রমাণ করেছেন — অত্যাচারী শাসকরা নয়, শেষ কথা বলে জনগণ।

প্রকাশ্যে মুখ্যমন্ত্রীর ভুল স্বীকারের ধূর্ততার আড়ালে, আজ্ঞাবহ পুলিশ প্রশাসনকে কাজে লাগিয়ে রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত দাগি অপরাধী ও খুনিদের জড়ো করে এবং পুলিশ ক্যাম্প তুলে দিয়ে গত বছর নভেম্বর মাসে সি পি এম এলাকা দখলের জন্য আবার খুন, ধর্ষণ ও লুঠপাট চালায়। বহু প্রাণ কেড়ে নিয়ে, মা-বোনদের অত্যাচার ও ধর্ষণ করে, ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিয়ে সি পি এম নেতারা নির্লজ্জ দাম্ভিকতার সাথে ঘোষণা করে, নন্দীগ্রামে 'নতুন সূর্যোদয়' ঘটেছে। এত করেও তারা নন্দীগ্রামের মানুষের মন দখল করতে পারেনি, লড়াইয়ের তেজকে বিন্দুমাত্র দমিয়ে দিতে পারেনি। আন্দোলনের নেতা ও সংগঠকদের বিরুদ্ধে অসংখ্য মিথ্যা মামলা দায়ের করে তারা আন্দোলনের মনোবল ভাঙতে চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছে। ১ মার্চ থেকে আবার তারা হার্মাদ নামিয়ে সশস্ত্র আক্রমণ শুরু করেছে। এক হাতে পাট্টা, আর এক হাতে বন্দুক নিয়ে সিপিএম নন্দীগ্রামের মানুষকে সন্ত্রস্ত করে আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনে নিজেদের পরাজয় আটকাতে চায়। এই নয়া আক্রমণের বিরুদ্ধেও পশ্চিমবঙ্গের আপামর জনসাধারণকে গত বছরের মতোই প্রতিবাদে-প্রতিরোধে গর্জে ওঠার জন্য আমরা আহ্বান জানাচ্ছি।

সি পি এম সরকার আজ যখন বামপন্থা বিসর্জন দিয়ে দেশিবিদেশি একচেটিয়া মালিকগোষ্ঠীর সেবা করার জন্য গণআন্দোলনকে লাঠি-গুলি চালিয়ে ফ্যাসিস্ট কায়দায় দমন করছে তখন নন্দীগ্রামের মানুষের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম গণসংগ্রামের ক্ষেত্রে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। সংগ্রামী মানুষদের নিয়ে গণকমিটি গড়ে তুলে আন্দোলনের এই নতুন মডেলে সংগ্রামী জনগণ অনেক বেশি সচেতন, সংঘবদ্ধ; নিজস্ব পরিকল্পনায় আন্দোলনের কর্মসুচি গ্রহণে তৎপর, উদ্যোগী ও আত্মবিশ্বাসী। দেশের সর্বত্র সংকট জর্জরিত সাধারণ মানুষ আজ নন্দীগ্রামের মডেলে সংগ্রাম গড়ে তুলতে উন্মুখ। এই পরিস্থিতিতে এস ইউ সি আই রাজ্যে সি পি এম সরকারের ফ্যাসিস্ট আক্রমণকে রুখতে ব্যাপক জনগণের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার প্রয়োজনে রাজ্যস্তরে একটি বামমোর্চা এবং জাতীয় বুর্জোয়া দল কংগ্রেস ও বিজেপিকে বাদ দিয়ে সর্বত্র নিচুতলা থেকে বাম এবং তৃণমুল কংগ্রেস প্রভৃতি অবাম দল ও সংগঠনগুলিকে যুক্ত করে আন্দোলনের জন্য নন্দীগ্রাম মডেলে গণকমিটি গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে। ১৪ মার্চ আমরা রাজ্যব্যাপী কালাদিবস পালন করার জন্য আপনাদের আবেদন জানাচ্ছি। ঐ দিন নন্দীগ্রামের বীর শহীদদের স্মরণে সর্বত্র শহীদবেদী স্থাপন করে মাল্যদান ও বেলা ১০টা ২০ মিনিটে, ঠিক যে সময়ে নন্দীগ্রামে গত বছর ১৪ মার্চ গুলি চলেছিল, সর্বত্র এক মিনিট নীরবতা পালনের জন্য আপনাদের সকলের কাছে আহ্বান জানাচ্ছি।

ভয়াবহ মূল্যবৃদ্ধি ও নন্দীগ্রামে আবার খুন-সন্ত্রাসের প্রতিবাদে জেলায় জেলায় বিক্ষোভ

পূর্ব মেদিনীপুর

একদিকে মূল্যবৃদ্ধির চাপ অন্যদিকে নন্দীগ্রামে আবার সিপিএমের খুন, সন্ত্রাস, গুলি, লুঠ, সি আর পি এফ-কে নিষ্ক্রিয় রাখা ও সংখ্যা ক্রমশ কমিয়ে দেওয়া, পুলিশের পক্ষপাতিত্ব এবং সিপিএমের ক্রিমিনালদের গ্রেপ্তার না করার প্রতিবাদে ৬ মার্চ রাজ্যজুড়ে জেলাশাসক ও মহকুমাশাসক অফিসগুলিতে অবরোধ কর্মসূচির অঙ্গ হিসাবে এস ইউ সি আই দলের পক্ষ থেকে পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলাশাসক অফিস ঘেরাও করে প্রবল বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। তমলুকে জেলাশাসক অফিসে পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙে বিক্ষোভকারীরা গেট অবরুদ্ধ করে এক ঘণ্টা প্রবল বিক্ষোভ দেখান। এই বিক্ষোভ জমায়েতে বক্তব্য রাখেন দলের রাজ্য কমিটির সদস্য ও জেলা সম্পাদক কমরেড মানব বেরা, জেলা কমিটির সদস্য কমরেড জীবন দাস। পুলিশ সুপারের কাছে ও জেলাশাসকের অবর্তমানে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে ডেপুটেশন দেন কমরেড মানব বেরার নেতৃত্বে জেলা কমিটির সদস্য কমরেডস্ মানিক মাইতি, জগন্নাথ দাস, লেখা রায়, তপন ভৌমিক, সন্তোষ মাইতি প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

পশ্চিম মেদিনীপুর

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলাশাসক অফিসের গেট ঘিরে এদিন দু'ঘণ্টা বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। বক্তব্য রাখেন জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড পঞ্চানন প্রধান, জেলা কমিটির সদস্য কমরেড অমল মাইতি। জেলাশাসকের কাছে ডেপুটেশন দিয়ে দাবি করা হয় — নন্দীগ্রামে অবিলম্বে শাসকদলের আক্রমণ ও খুন-সন্ত্রাস বন্ধ করতে হবে, পুলিশকে নিরপেক্ষ ভূমিকা নিতে হবে ও অপরাধীদের গ্রেপ্তার করতে হবে। আহত ও ক্ষতিগ্রস্তদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, আন্দোলনকারীদের উপর

মেদিনীপুরে বিক্ষোভ

থেকে মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করতে হবে। ডেপুটেশনে প্রতিনিধিত্ব করেন কমরেডস পঞ্চানন প্রধান, অমল মাইতি ও সুনীতা গুপ্তা।

কলকাতা

নন্দীগ্রামে সিপিএমের খুন সন্ত্রাসের রাজনীতির প্রতিবাদে এদিন কলকাতায় সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে এক সুশৃঙ্খল মিছিল ধর্মতলায় যায়। লেনিন স্ট্যাচুর সামনে চার রাস্তার মোড়ের চারদিক ঘিরে শিকল করে বিক্ষোভকারীরা দাঁড়িয়ে গেলে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। সেখানে খুন-সন্ত্রাসের নেপথ্য নায়ক মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের কুশপুতুল দাহ করা হয়। অগ্নিসংযোগ করেন দলের রাজ্য কমিটি ও জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড চিররঞ্জন চক্রবর্তী। আগে সমবেত জনমণ্ডলীর সামনে দলের জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড অমিতাভ চ্যাটার্জী বক্তব্য রাখেন। সাংবাদিকদের সামনে রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড সদানন্দ বাগল বলেন, ধারাবাহিকভাবে স্কুল পরিচালন সমিতির নির্বাচনে হেরে যাওয়ার পর সিপিএম আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনে জিততে এলাকায় নতুন করে সন্ত্রাস কায়েম করতে চাইছে।

পুরুলিয়ায় বিক্ষোভ

উত্তর ২৪ পরগণা

নন্দীগ্রামে নতুন করে সিপিএমের লাগাতার আক্রমণের বিরুদ্ধে এবং মূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধে কেন্দ্রের ইউপিএ ও রাজ্যের সিপিএম-ফ্রন্ট সরকারের চূড়ান্ত ব্যর্থতার প্রতিবাদে এদিন বারাসতে উত্তর ২৪ পরগণা জেলাশাসক দপ্তরের সামনে এস ইউ সি আই কর্মীরা বিক্ষোভ দেখান। বারাসত স্টেশন থেকে কয়েকশ' মানুষ মিছিল করে ডি এম অফিসে পৌঁছলে পুলিশ মিছিলের গতিরোধ করে। তখন সেখানেই এক সংক্ষিপ্ত সভা হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন জেলা কমিটির সদস্য কমরেডস্ গোপাল বিশ্বাস এবং জয়ন্ত সাহা। তারপর মুখ্যমন্ত্রীর কুশপুতুলে অগ্নিসংযোগ করেন জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড অনুকূল ভদ্র। সভার শেষে একটি মিছিল বারাসত শহর পরিক্রমা করে।

হাওড়া

নন্দীগ্রামে সিপিএম হার্মাদ বাহিনীর নতুন করে আক্রমণের বিরুদ্ধে এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সহ বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে এদিন হাওড়া জেলাশাসক দপ্তরে বিক্ষোভ দেখানো হয়। তার আগে সুসজ্জিত এক মিছিল শহরের বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা করে হাওড়া ময়দানের বঙ্গবাসী মোড়ে এলে সেখানে মুখ্যমন্ত্রীর কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়। দুই শতাধিক কর্মী-সমর্থক বিক্ষোভে অংশ নেন।

কলকাতায় বিক্ষোভ

বাঁকুড়ায় বিক্ষোভ

বীরভূম

৬ মার্চের বিক্ষোভ কর্মসূচির পূর্ব ঘোষণা থাকায় এস ইউ সি আই-এর বিক্ষোভ মোকাবিলা করতে সকাল থেকেই ডিএম অফিস ঘিরে বিরাট পুলিশবাহিনী মোতায়েন ছিল। গোটা এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছিল। শত শত মানুষের মিছিল সেখানে পৌঁছতেই পুলিশ মিছিলের গতিরোধ করে। পুলিশ বেষ্টনী ভেদ করে আন্দোলনকারীদের কয়েকজন ডিএম দপ্তরে পৌঁছে যান। পুলিশ ৫ জনকে গ্রেপ্তার করে। অফিস চত্বরে আসা সাধারণ মানুষও বিক্ষোভে সামিল হন। উপস্থিত জনগণের সামনে বক্তব্য রাখেন কমরেডস্ রফিকুল হাসান, শম্ভু ব্যানার্জী, লালন দাস। বক্তারা সিপিএমের খুন-সন্ত্রাসের রাজনীতি রুখতে এলাকায় এলাকায় জনজীবনের বিভিন্ন দাবিতে গণকমিটি গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

ছয়ের পাতায় দেখুন

মূল্যবৃদ্ধিতে বিপর্যস্ত জনজীবন

একের পাতার পর

তুলেছে? সরকারের উপর চাপ দিয়েছে? এ সব কিছুই তারা করেনি। মূল্যবৃদ্ধিতে নীরবে সমর্থনই দিয়ে গেছে। বাস্তবে পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধিতে সিপিএমের সমর্থন না থাকলে ইউপিএ সরকারের পক্ষে এই দাম বাড়ানো সম্ভব ছিল না। ফলে এই মূল্যবৃদ্ধির দায় থেকে সিপিএম কোনও অবস্থাতেই অব্যাহতি পেতে পারে না।

দ্বিতীয়ত, সিপিএম আর এক দিক থেকেও মূল্যবৃদ্ধির রাস্তা প্রশস্ত করে দিয়েছে। খাদ্যশস্যের এই মূল্যবৃদ্ধির অন্যতম কারণ হল, কৃষিপণ্যের ফরওয়ার্ড ট্রেডিং বা আগাম বাণিজ্য। বৃহৎ ব্যবসায়ীরা যেমন বাজার থেকে পণ্য কিনে গুদামজাত করে কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে থাকে, তেমনই মাঠে ফসল ওঠার আগেই ব্যবসায়ীরা নিজেদের মধ্যে আগাম চুক্তির মধ্য দিয়ে ফসলের দাম বাজারে ফেলে দেওয়ার ব্যবস্থা করে রাখে। কিন্তু কে এই ফরওয়ার্ড ট্রেডিং-এর সুযোগ করে দিয়েছে? কৃষিতে ফাটকা পুঁজির প্রবেশের দরজা খুলে দিয়েছে কে? দিয়েছে বুর্জোয়াদের বিশ্বস্ত দল কংগ্রেস। এ ক্ষেত্রে সিপিএমের ভূমিকা কী? তখন সিপিএম কী করছিল? কোনও আন্দোলন গড়ে তুলেছিল? বাস্তবে তারা কোনও আন্দোলনই গড়ে তোলেনি। এমনকী সমর্থন প্রত্যাহারের হুমকি দিয়ে চাপ সৃষ্টি পর্যন্ত করেনি। তারা কংগ্রেসের প্রত্যেকটি জনবিরোধী নীতি পাশ করানোর ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ভূমিকা নিয়েছে। বিনিময়ে সিপিএম তিনটি রাজ্যে ক্ষমতায় টিকে থাকার গ্যারান্টি আদায় করেছে। আর এদিকে জনগণ মূল্যবৃদ্ধির কোপে জেরবার হচ্ছে।

সিপিএম এক সময় বলত, চাল-ডাল-তেল সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় ১৪টি জিনিস গণবন্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে নিয়মিত সরবরাহ করতে হবে। আজ আর তাদের মুখে এ কথা শোনা যায় না। তারা কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধান স্তম্ভ হয়েও এ বিষয়ে কোনও উদ্যোগ নিচ্ছে না শুধু নয়, পুরো রেশন ব্যবস্থার বিপর্যয়ের পিছনে সিপিএমের ভূমিকা কোনও অংশে কম নয়। সকলেই জানেন, ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত আমাদের দেশে ভাঙাচোরা যেমনই হোক, সর্বজনীন গণবন্টন ব্যবস্থা ছিল। সিপিএমের সমর্থন নিয়ে কেন্দ্রের সংযুক্ত মোর্চার দেবেগৌড়ার সরকার সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের শর্ত অনুযায়ী গণবন্টন ব্যবস্থা ধাপে ধাপে তুলে দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করে। তারা জনগণকে এপিএল এবং বিপিএল — এই দুই ভাগে বিভক্ত করে। একদিকে তারা বিপিএলের বা দারিদ্রসীমার নিচে থাকা মানুষের সংখ্যা কম করে দেখায়, অন্যদিকে এপিএলের জন্য বরাদ্দ ব্যাপক কমিয়ে দেয়। ফলে রেশনে বরাদ্দ ভয়াবহভাবে হ্রাস পায়। তবুও ন্যূনতম হলেও যতটুকু বরাদ্দ ছিল, ডিলার-সিপিএম-পঞ্চায়েত প্রধান ও খাদ্যদপ্তরের একশ্রেণীর দুর্নীতিগ্রস্ত কর্মচারী চক্র রেশন বরাদ্দের বিরাট অংশ মেরে দেয় বা পাচার করে দেয়। এইভাবে সিপিএম রেশন ব্যবস্থাকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। ভারতের খাদ্য ব্যবসায় রিলায়েন্স, কারগিল, আইটিসি প্রভৃতি বৃহৎ ব্যবসায়ীদের সুযোগ করে দিতে সুপরিকল্পিতভাবে রেশন ব্যবস্থার সংকোচন করা হচ্ছে।

বৃহৎ ব্যবসায়ীরা সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে মূল্যবৃদ্ধির যে আক্রমণ নামিয়ে এনেছে, তা থেকে সাধারণ মানুষকে বাঁচাতে হলে প্রয়োজন নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের, বিশেষ করে খাদ্যদ্রব্যের পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য চালু করা। এস ইউ সি আই বার বার বলে আসছে, অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের বাজার যদি বৃহৎ ব্যবসায়ীদের হাতে থাকে তাহলে তারা পণ্য গুদামজাত করে দিয়ে কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে দাম বাড়িয়ে যাবে এবং এভাবে তারা জনগণকে নিংড়ে নিয়ে কোটি কোটি টাকা মুনাফা লুটবে। খাদ্যদ্রব্যে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের অর্থ হচ্ছে, সরকার চাষীদের কাছ থেকেও ন্যায্যমূল্যে ফসল কিনবে, আবার ক্রেতা সাধারণ মানুষকেও তা ন্যায্যমূল্যে দেবে। এ না হলে বৃহৎ ব্যবসায়ীদের মুনাফাচক্র থেকে সাধারণ মানুষকে বাঁচানো যাবে না। স্বাধীনতার পর থেকেই এস ইউ সি আই এই কারণে খাদ্যদ্রব্যের পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য প্রবর্তনের দাবি করে আসছে। কিন্তু বৃহৎ ব্যবসায়ীদের স্বার্থে কংগ্রেস কখনই এই দাবির প্রতি কর্ণপাত করেনি। অন্যদিকে ১৯৬৭-৬৯ সালে পশ্চিমবঙ্গে যখন অকংগ্রেসী যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হল, সেই সময়ও সিপিএম-সিপিআই প্রভৃতি দলগুলি আমাদের এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধতা করে গেছে।

আজ সিপিএম কাঁদুনি গেয়ে বলছে, বিজেপি সরকার অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আইন শিথিল করেছে, ফলে বাজারে সরকারের নিয়ন্ত্রণের সুযোগ কম। প্রশ্ন হল, সিপিএম না খুবই বিজেপি বিরোধী, তাহলে চার বছরের মধ্যে বিজেপির এই অপকর্মের বিরুদ্ধে পাল্টা আইন সংসদে পাশ করানোর উদ্যোগ নিল না কেন? আসলে সিপিএম আজ বৃহৎ বুর্জোয়াদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে।

তাই কংগ্রেস ও বিজেপির মতো সিপিএমও অসাধু ব্যবসায়ী-মজুতদারদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থাই নিতে পারছে না। ভোটের কথা মাথায় রেখেই মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে তাদের দু-চার কথা বলতে হচ্ছে। দিল্লিতে বা কলকাতায় দু-একটা মামুলি মিছিল করে সিপিএম দেখাতে চাইছে, মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে তাদের কত উদ্বেগ! আসলে তারাই সাপ হয়ে কাটছে আবার ওঝা হয়ে বিষ ঝাড়ার বদলে বিষ ঝাড়ার অভিনয় করছে। এই পরিস্থিতিতে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে তীব্র গণআন্দোলন ছাড়া বাঁচার অন্য কোনও পথ নেই। এস ইউ সি আই ইতিমধ্যে জনজীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ১৭ দফা দাবিতে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের ডাক দিয়েছে। এই দাবিগুলির অন্যতম হচ্ছে, মূল্যবৃদ্ধি রোধ করতে হবে এবং খাদ্যশস্যের পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য চালু করতে হবে। একমাত্র গণআন্দোলনই পারে মূল্যবৃদ্ধির কোপ থেকে জনগণকে কিছুটা রেহাই দিতে।

নন্দীগ্রামের বীর শহীদদের স্মরণ করুন

১৪ মার্চ শহীদবেদীতে মাল্যদান ও সকাল ১০ টা ২০ মিনিটে এক মিনিট নীরবতা পালন করুন

১৪ মার্চ ২০০৭ নন্দীগ্রাম গণহত্যার অমর শহীদ

(তমলুক হাসপাতালে যাদের পোস্টমর্টেম করা হয়)

নং	নাম	বয়স	পুং/স্ত্রী
১.	ইমদাদুল খাঁ	২০	পুং
২.	গোবিন্দ দাস	৩০	পুং
৩.	সুপ্রিয়া জানা	৪০	স্ত্রী
৪.	রাজা শেখ ইমদাদুল	২০	পুং
৫.	রতন দাস	৩০	পুং
৬.	বাসন্তী কর	৬২	স্ত্রী
৭.	পুষ্পেন্দু মণ্ডল	২৭	পুং
৮.	জয়দেব দাস	২৪	পুং
৯.	বাদল কুমার মণ্ডল	৪৫	পুং
১০.	প্রলয় গিরি	২৫	পুং
১১.	রাখাল গিরি	৩২	পুং
১২.	পঞ্চানন দাস	৪৫	পুং
১৩.	শম্ভু পাল	৩০	পুং
১৪.	অজ্ঞাত পরিচয়	৩২	পুং

৭ জানুয়ারি নন্দীগ্রামের শহীদ

১।	বিশ্বজিৎ মাইতি	১৪ বছর
২।	ভরত মণ্ডল	৩০ বছর
৩।	শেখ সেলিম	২১ বছর

১৪ মার্চ আন্দোলনে গুলিবিদ্ধদের তালিকা

নং	নাম	বয়স	গ্রাম
১.	কাজল ঘোড়াই	৪৫	৭নং জালপাই
২.	লক্ষ্মীরাণী রায়	২৪	সোনাচূড়া
৩.	সুকান্ত মণ্ডল	১৬	সোনাচূড়া
৪.	মিনতি দাস	৩০	কালীচরণপুর
৫.	শ্রীমন্ত মণ্ডল	২৫	গোকুলনগর
৬.	রণজিৎ মাঝি (গোপাল)	২৪	গোকুলনগর
৭.	লক্ষ্মীরাণী বর্মন	২৬	৭নং জালপাই
৮.	মঞ্জুয়ারা বিবি		গড় চক্রবেড়িয়া
৯.	জানকী অধিকারী		অধিকারি পাড়া
১০.	কমললতা দাস		কালীচরণপুর
১১.	সেখ সুলতান		নন্দীগ্রাম
১২.	তুষার জানা		সাউদখালি
১৩.	নীলিমা দাস	২২	সোনাচূড়া
১৪.	মন্টু মণ্ডল	৪০	কালীচরণপুর
১৫.	মিনতি দাস	৩০	কালীচরণপুর
১৬.	সুকুমার দাস		
১৭.	হিমাংশু মণ্ডল		সোনাচূড়া
১৮.	রেণুকা মাইতি	৬৩	সোনাচূড়া
১৯.	আঙ্গুর দলপতি	৬১	সোনাচূড়া
২০.	অপর্ণা প্রধান	৩০	গাংড়া
২১.	জ্যোৎস্না মণ্ডল	৪১	গাংড়া
২২.	নারায়ণ পাইক	৬৩	সোনাচূড়া
২৩.	তাপসী দাস	২২	সোনাচূড়া
২৪.	অঞ্জনা বেরা	৪৫	সোনাচূড়া
২৫.	রাণু পাল	২৯	গাংড়া
২৬.	পুষ্প ধাপার	৩০	সাউদখালি
২৭.	সুন্দর পাত্র	৪১	সোনাচূড়া
২৮.	গৌরহরি মণ্ডল	২৩	সোনাচূড়া
২৯.	আরতি দাস	৩৫	সাউদখালি
৩০.	দীপালি মণ্ডল	২৫	গাংড়া
৩১.	জগদীশ সামন্ত	২৬	গাংড়া
৩২.	বীথিকা পাত্র	৩৬	সোনাচূড়া
৩৩.	অর্চনা পাল	৩৬	সোনাচূড়া
৩৪.	রেণুকা দাস	২৮	গাংড়া
৩৫.	শ্রাবণী দাস	৫০	গাংড়া
৩৬.	পূর্ণিমা দাস	৪৫	গাংড়া
৩৭.	রামকৃষ্ণ দাস	৪৫	গাংড়া
৩৮.	সুমিত্রা জানা	৩৩	সাউদখালি
৩৯.	শুভ্রাংশু পাত্র	৪০	সোনাচূড়া
৪০.	রতিকান্ত দাস	৪০	সোনাচূড়া
৪১.	নির্মল মণ্ডল		সোনাচূড়া
৪২.	প্রণতি মাইতি	৩৫	কেশবপুর
৪৩.	অনুভা খাঁড়া		সোনাচূড়া
৪৪.	শঙ্খ ঘড়া	৪৭	সোনাচূড়া
৪৫.	সীতা মাইতি		সোনাচূড়া
৪৬.	লালিবালা দাস		৭নং জালপাই
৪৭.	সুবোধ দাস	৪৫	গাংড়া
৪৮.	গোপাল দাস	৩২	সোনাচূড়া

৪৯.	সেখ ফসি আলম	৩২	৭ নং জালপাই
৫০.	পরীক্ষিত মাইতি	৫৫	কালীচরণপুর
৫১.	অভিজিৎ সামন্ত	৪২	সোনাচূড়া
৫২.	অভিজিৎ গিরি	২২	কালীচরণপুর
৫৩.	পৃথ্বীশ দাস	২৯	গ্যাংড়া
৫৪.	স্বপন গিরি	২৯	সোনাচূড়া
৫৫.	মণি রানা	১৮	গোকুলনগর
৫৬.	সলিল দাস অধিকারী	৩৫	গোকুলনগর
৫৭.	স্বর্ণময়ী দাস	৪০	গোকুলনগর
৫৮.	কাঞ্চন মাল	৫০	গোকুলনগর
৫৯.	ভবানী গিরি	৪৫	কালীচরণপুর
৬০.	রাসবিহারী খাঁড়া	৪০	সোনাচূড়া
৬১.	সাদ্দাম হোসেন	১৮	বার জামতলা
৬২.	তাপসী দাস	৩০	গোকুলনগর
৬৩.	হৈমবতী হালদার	৫০	গাংড়া
৬৪.	অশোক মণ্ডল	৫২	সোনাচূড়া
৬৫.	মঞ্জু মান্না	৪৫	গাংড়া
৬৬.	বনশ্রী আচার্য	৩৫	কেশকন্দুর
৬৭.	শ্যামলী মান্না	৩২	৭ নং জালপাই
৬৮.	জাপানি মান্না	—	,,
৬৯.	তাপসী মান্না	—	,,
৭০.	গোপাল মাজি	২৪	গোকুলনগর

১০ নভেম্বর ২০০৭-এ নন্দীগ্রামে গুলিবিদ্ধদের তালিকা

(আমরা যা সংগ্রহ করতে পেরেছি)

১.	মণি সাউ	২১	সোনাচূড়া
২.	গৌতম দাস	২৫	সাউদখালি
৩.	আশীষ পণ্ডিত	৩৮	কেন্দেমারি
৪.	যাদব মাইতি	৩২	সোনাচূড়া
৫.	গৌরহরি বারুই		গাংড়া
৬.	অসিত প্রধান		গাংড়া
৭.	প্রকাশ গিরি		সোনাচূড়া
৮.	শেখ আক্রাম		লোকপুর
৯.	শেখ জাহাঙ্গির		সাতেঙ্গাবাড়ি
১০.	লালমোহন দাস	২৫	শিমূলকুণ্ডু
১১.	বাসুদেব মণ্ডল	৫০	কেয়াখালি
১২.	দেবব্রত জানা	১৫	টাকাপুরা
১৩.	খোকন পাত্র	৩৫	নন্দীগ্রাম ১ নং
১৪.	প্রকাশ দাস	৩৭	জামবনি
১৫.	শঙ্কর মাজি	২৮	রানীচক
১৬.	জামালউদ্দিন খান	২৮	নয়ান
১৭.	ঝুমা দাস	২৫	শিমূলকুণ্ডু
১৮.	তাপস খাটুয়া	৪৫	গাংড়া
১৯.	সনৎ প্রামাণিক	৩৮	গোকুলনগর

১১ নভেম্বর ২০০৭, তমলুক হাসপাতালে ভর্তি রোগীদের তালিকা

১.	কৃষ্ণা প্রামাণিক	২৬	গোকুলনগর
২.	মণি সাউ	২১	সোনাচূড়া
৩.	আখরেজা বিবি	৩০	সাতেঙ্গাবাড়ী
৪.	কাজল দাস	২৬	সোনাচূড়া
৫.	তৃপ্তি পাত্র	৩০	কালীচরণপুর
৬.	শকুন্তলা ধাপার	৩০	সাউদখালি
৭.	পারুলরানী পাল	৪০	নন্দীগ্রাম ১নং ব্লক
৮.	গৌতম দাস	২৫	সাউদখালি
৯.	আশীষ পাণ্ডিত	৩৮	কেন্দেমারী
১০.	যাদব মাইতি	৩২	সোনাচূড়া
১১.	অজ্ঞাত পরিচয়	—	নন্দীগ্রাম ১নং ব্লক

পি জি হাসপাতালে ভর্তি রোগীদের তালিকা

১.	রাসবিহারী খাঁড়া	৪০	সোনাচূড়া
২.	হৈমবতী হালদার	৫০	,,
৩.	ভবানী গিরি	৪৫	কালীচরণপুর
৪.	তাপসী দাস	৩০	গোকুলনগর
৫.	পরীক্ষিত মাইতি	৫৫	কালীচরণপুর
৬.	পৃথ্বীশ দাস	২৯	গাংড়া
৭.	স্বপন গিরি	২৯	সোনাচূড়া
৮.	অভিজিৎ গিরি	২২	কালীচরণপুর
৯.	সলিল দাস অধিকারী	৩৫	গোকুলনগর
১০.	মণি রানা	১৮	,,
১১.	অভিজিৎ সামন্ত	৪২	সোনাচূড়া
১২.	মঞ্জু মান্না	৪৫	গাংড়া
১৩.	বনশ্রী আচার্য	৩৫	কেশবপুর
১৪.	কাঞ্চন মাল	৫০	গোকুলনগর
১৫.	স্বর্ণময়ী দাস	৪০	,,
১৬.	সুলেখা দাস	৪০	—
১৭.	গৌরী দাস	৪০	—
১৮.	পূর্ণিমা মণ্ডল	৫০	—
১৯.	সাদ্দাম হোসেন	১৮	বার জামতলা
২০.	গোপাল মাল	২২	গোকুলনগর
২১.	অঞ্জলি দাস	৫০	সোনাচূড়া
২২.	সালেমা বিবি	—	কালীচরণপুর

(তথ্যসূত্র ঃ মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের মুখপত্র স্বাস্থ্যবীক্ষণ)

পাট্টা বিলির নামেও নন্দীগ্রামের মানুষকে প্রতারণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী

৪ মার্চ নন্দীগ্রাম কলেজ মাঠে সভা করে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য জমির পাট্টা বিলি করলেন নন্দীগ্রাম-১ ব্লকের কৃষকদের মধ্যে।

সভায় নাটকীয় ভঙ্গিতে মুখ্যমন্ত্রী বললেন, জমি নিতে আসিনি, দিতে এসেছি। অর্থাৎ, তিনি স্বীকার করলেন, সাধারণভাবে মুখ্যমন্ত্রী জমি নিয়েই নেন, সেটাই তাঁর পরিচিত চরিত্র। কিন্তু কোন্ জমি তিনি বিলি করতে এলেন? এক বছর আগে যে জমিকে অনুর্বর ও অকৃষি বলে ঘোষণা করে 'সেজ' তৈরির জন্য সালিম গোষ্ঠীর হাতে তুলে দিতে সরকারের পুলিশ ও দলীয় ক্রিমিনালবাহিনী নিয়ে কৃষকদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, যে জমি নন্দীগ্রামের নারী-শিশু-তরুণ-তরুণী নির্বিশেষে কৃষকেরা প্রাণ দিয়ে, রক্ত ঢেলে, চরম অত্যাচার সহ্য করেও রক্ষা করেছেন, সেই জমি বিলি করে তিনি দানবীর সাজতে এলেন। অথচ একবারও তিনি নন্দীগ্রামের বীর-বীরাঙ্গনাদের ঐতিহাসিক সংগ্রামের প্রতি ন্যূনতম কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন না। ১৪ মার্চের গণহত্যা ও গণধর্ষণে জড়িত অপরাধীদের গ্রেপ্তার ও শাস্তির প্রশ্নে একটি কথাও উচ্চারণ করলেন না। শুধু তাই নয়, কৃষকদরদী ভাল মানুষের বেশে নন্দীগ্রামে এসে তিনি কৃষকদের মধ্যে কার্যত নতুন কায়দায় দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ বাধানোর ব্যবস্থাই করে গেলেন।

সিপিএম নেতারা আতঙ্কিত। সারা রাজ্যজুড়ে সদ্য অনুষ্ঠিত স্কুল কমিটিগুলির নির্বাচনে তাদের ব্যাপক হারে বিপর্যয় ঘটছে। নন্দীগ্রামে প্রায় সব স্কুলেই সিপিএম পরাজিত হয়েছে। এই রকম পরিস্থিতিতে নন্দীগ্রামে হারানো জমি ফিরে পেতে প্রশাসনকে কাজে লাগিয়ে সিপিএম একদিকে বিরোধীদের ওপর সন্ত্রাস জারি রেখেছে, অপরদিকে পাট্টা দেওয়ার নামে পাইয়ে দেওয়ার খেলা খেলছে।

ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটি-র অন্যতম নেতা ও অফিস সম্পাদক ভবানীপ্রসাদ দাস বলেছেন, নন্দীগ্রাম-১ নং ব্লক অত্যন্ত ঘনবসতিপূর্ণ। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার প্রতি বর্গ কিলোমিটারে যেখানে জনঘনত্ব ৯৬১ জন, সেখানে এই ব্লকের জনঘনত্ব প্রায় ১১০০ জন। এছাড়া, নদীগর্ভে প্রায় তিনটি মৌজা চলে যাওয়ার ফলে শতাধিক পরিবার বাস্তুহীন। এখানকার ৮০ ভাগ মানুষ কৃষিনির্ভর। এর প্রায় অর্ধেকই কৃষিশ্রমিক, যাদের বাস্তু ও জমি নেই বললেই চলে। ফলে, গরিব কৃষকের বাস্তু ও কৃষিজমির সমস্যা প্রবল। গত ২০০৪ সালের মার্চ মাসে 'হলদিয়া উন্নয়ন পর্ষদের' অন্তর্ভুক্তির সময় থেকে নন্দীগ্রামে কোনও পাট্টা বিতরণ হয়নি। এস ইউ সি আইয়ের নন্দীগ্রাম শাখা এবং পরবর্তীকালে গঠিত 'ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটি'র পক্ষ থেকে বি এল অ্যান্ড এল আর ও-র কাছে কয়েকবার ডেপুটেশন দিয়ে দাবি করা হয়েছিল যে, নন্দীগ্রামের ১০টি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় আর আই, পঞ্চায়েত প্রধান এবং বিরোধী দলগুলির প্রতিনিধিদের নিয়ে যৌথ তদন্ত করে ভেস্টেড জমির চরিত্র, দখলীকার ও দাবিদারদের অবস্থা সরেজমিন তদন্ত করে তারই ভিত্তিতে জমির পাট্টা দেওয়া হোক। কিন্তু, বি এল অ্যান্ড এল আর ও এই যুক্তিসঙ্গত দাবি তো কার্যকর করলেনই না, অধিকন্তু পাট্টা বিলির তালিকা অফিসে প্রকাশ্যে টাঙালেনও না। ফলে, পাট্টা বিলির আগে ওই তালিকায় কোনও ভুল-ত্রুটি থাকলে তা সংশোধনের জন্য আবেদনের কোনও উপায় রাখলেন না। সিপিএম নেতাদের পরামর্শে দলীয় আনুগত্যের ভিত্তিতেই এবং কৃষকদের সংঘবদ্ধতায় ফাটল ধরানোর অত্যন্ত হীন মতলবে তাঁরা পাট্টা বিলির তালিকা তৈরি করলেন এবং তা বণ্টন করলেন।

তাই পাট্টা তালিকা প্রকাশের পর বহু গরিব কৃষকের মাথায় হাত, গ্রামবাসীদের মধ্যে শুরু হয়েছে বিক্ষোভ। মুখ্যমন্ত্রী পাট্টা বিলি করে চলে যাওয়ার ২৪ ঘন্টার মধ্যেই বি এল অ্যান্ড এল আর ও দপ্তরে পড়ে গেছে পাট্টা বাতিলের দাবিতে কৃষকদের আবেদন জানাবার হিড়িক। প্রকাশিত তালিকায় দেখা গেছে, খাস জমির অধিকাংশ দখলীকার কৃষককেই পাট্টা দেওয়া হয়নি। কৃষকদের দখলে থাকা জমি সিপিএম সমর্থকদের পাট্টা দেওয়া হয়েছে। ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটির অন্যতম সম্পাদক নন্দ পাত্র জানান, ভেকুটিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের পুরুষোত্তমপুর মৌজার ২৪৫ নং দাগের জমি উজ্জ্বল মাইতি গত ২০-২৫ বছর ধরে চাষ করে আসা সত্ত্বেও ওই জমি সিপিএম সমর্থকদের মধ্যে বিলি করে দেওয়া হয়েছে। গোকুলনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের ঝাটিবনি মৌজার ২৬ নং দাগের জমিতে চাষ করেন ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটির সমর্থক নিশিকান্ত মণ্ডল; তাঁকে বঞ্চিত করে ওই জমি সিপিএম সমর্থকদের মধ্যে বিলি করা হয়েছে। এমন অসংখ্য উদাহরণ আছে। তিনি বললেন, কালা জমি, রেকর্ডভুক্ত বাস্তুজমি, এমনকী পুকুরের জমিতেও পাট্টা দেওয়া হয়েছে।

শুধু তাই নয়, সংবাদপত্রেই প্রকাশ — রামপুর, মহম্মদপুর, বিনন্দপুর, আমতলা মৌজায় গরিব ভূমিহীনদের বঞ্চিত করে চাকুরিজীবী, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের কর্মচারী, বাসমালিক ও ব্যবসায়ী পরিবারকে জমি দেওয়া হয়েছে। দেবীপুর উচ্চ বিদ্যালয়, নন্দীগ্রাম পুরানো হাসপাতালের সরকারি জমিও পাট্টা দেওয়া হয়েছে। পাট্টা সংশোধনের দাবিতে এবং সমস্ত ভেস্টেড জমির পাট্টা দেওয়ার দাবি করেছে এস ইউ সি আই এবং ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটি। তাদের বক্তব্য, গত বছর জমি কাড়ার জন্য সিপিএম মানুষ মেরেছিল, এবার জমি দেওয়ার নাম করে মুখ্যমন্ত্রী মানুষ মারার চক্রান্ত করে গেলেন। পুলিশ-প্রশাসনকে ব্যবহার করে এবং ক্রিমিনালবাহিনীকে লেলিয়ে দিয়ে সিপিএম নন্দীগ্রাম 'পুনর্দখল' করলেও মানুষের মন পায়নি। অনেক অত্যাচার করেও ভাঙতে পারেনি আন্দোলনকারীদের মনোবল। তাই সিপিএম সুকৌশলে মুখ্যমন্ত্রীকে সামনে রেখে একজনের দখলে থাকা জমির পাট্টা অন্যকে দিয়ে আন্দোলনের সংঘবদ্ধতাকে ভাঙতে চাইছে।

এইভাবে সিপিএম কৃষকদের মধ্যে নতুন করে দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের পরিবেশ তৈরি করতে চাইছে। আবার এরই পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী নন্দীগ্রামে দাঁড়িয়ে বিরোধীদের উদ্দেশে বলেছেন, অশান্তি চাই না, চলুন হাত মিলিয়ে উন্নয়নের কাজ করি। তাঁর যাওয়ার আগের তিনটি দিন নন্দীগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠার কোন্ পরিবেশ তৈরি করেছে তাঁর দল? ১ মার্চ থেকে তিনদিনে তাঁদের দলীয় ক্রিমিনালবাহিনীর আক্রমণে ২০ জনকে গুরুতর অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছে। এই অপকর্মের এতটুকু নিন্দা না করে তাঁরই হানাদার বাহিনীর উদ্যত অস্ত্রের সামনে বিরোধীদের প্রতি শান্তির বাণী বিলোলেন মুখ্যমন্ত্রী। এ থেকে বোঝা যায় — কেমন শান্তির পরিবেশ তিনি চাইছেন। আসলে তিনি এমন শান্তির পরিবেশ চাইছেন, যেখানে তাঁরা পুঁজিপতিদের স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে পুলিশি পাহারায় সশস্ত্র ক্রিমিনাল বাহিনী পাঠাবেন এবং তাঁদের সামনে নন্দীগ্রামের কৃষকরা নতজানু হয়ে প্রাণভিক্ষা করবে। তাঁরা চাইছেন সেই 'শান্তি' যেখানে কৃষক জনগণ নিজেদের বাস্তুভিটে ও চাষের জমি সালিম গোষ্ঠীর হাতে তুলে দিয়ে পথে পথে ভিখিরির মতো ঘুরে বেড়াবে, প্রতিবাদ-প্রতিরোধ গড়ে তুলে মালিকশ্রেণী ও তাদের তাঁবেদার সিপিএম সরকারের পক্ষে অশান্তির পরিস্থিতি তৈরি করবে না। না, এমন শ্মশানের শান্তি নন্দীগ্রামের মানুষ কখনও চান না। প্রাণ দিয়ে, শহীদের মৃত্যু বরণ করে, নিজেদের বুকের রক্ত ঢেলে নন্দীগ্রামের মাটিকে রাঙিয়ে তাঁরা এর প্রমাণ দিয়েছেন এবং এখনও তার প্রমাণ দিয়ে চলেছেন।

কুলতলিতে পাঁচ সহস্রাধিক মানুষের বিডিও ঘেরাও

সকলের জন্য রেশন কার্ড, ১০০ দিনের কাজ অথবা ভাতা, পাট্টা-বর্গারেকর্ড হোল্ডারদের স্বল্প সুদে ঋণ সহ কুলতলির জনগণের ১১ দফা দাবিতে পাঁচ সহস্রাধিক মানুষ এস ইউ সি আইয়ের নেতৃত্বে ৩ মার্চ কুলতলির বিডিও অফিস ঘেরাও করে। সিপিএম পরিচালিত পঞ্চায়েত সমিতি এবং বিডিওর যোগসাজশে সাধারণ মানুষ বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত হয়রানির শিকার হচ্ছিল। এর বিরুদ্ধে জমে ওঠা জনরোষ ঐদিন বিডিও দপ্তরে আছড়ে পড়ে। চর্তুদিক থেকে হাজার হাজার মানুষ বিডিও অফিসে জড়ো হতে শুরু করে। বেলা ২টো থেকে শুরু হয় অবস্থান। জনতার সংগ্রামী মেজাজ দেখে সাতটা নাগাদ বিডিও এগারো দফা দাবির সুষ্ঠু সমাধানের জন্য নির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ এবং একশ দিনের কাজ, রেশন কার্ড, বিপিএলে নাম তোলার ব্যবস্থা করা, জামতলা থেকে পেটকুলচাঁদ রাস্তা মেরামত, কীর্তনখোলা থেকে চাঁদপুর নিকাশি খাল খননের কাজ দ্রুত শুরু করা প্রভৃতি দাবিগুলি দ্রুত কার্যকর করার প্রতিশ্রুতি দেন।

বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন সংগঠনের রাজ্য কমিটির সদস্য, বিধায়ক কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার। তিনি রেশন কার্ড নিয়ে সিপিএমের দলবাজি, একশ দিনের কাজ নিয়ে দুর্নীতির নজির তুলে ধরে বিডিওকে নিরপেক্ষভাবে কাজ করার কথা বলেন। ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আন্দোলন পরিচালনার জন্য এলাকায় মহিলা-যুব-শ্রমিকদের নিয়ে গণকমিটি, ভলান্টিয়ার বাহিনী গড়ে তোলার জন্য উপস্থিত জনতাকে আবেদন জানান। বলেন, এই বাহিনী ছাড়া দিনের পর দিন আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া এবং সিপিএমের রিগিং মেশিনারি ব্যর্থ করে দেওয়া সম্ভব নয়। কুলতলির বিধায়ক কমরেড জয়কৃষ্ণ হালদারের নেতৃত্বে কমরেডস মনোরঞ্জন পণ্ডিত, সহদেব মণ্ডল, মামুদালি মোল্লা, সন্তোষ মণ্ডল প্রমুখ ১৩ জনের প্রতিনিধি দল বিডিওর কাছে দাবিপত্র পেশ করেন।

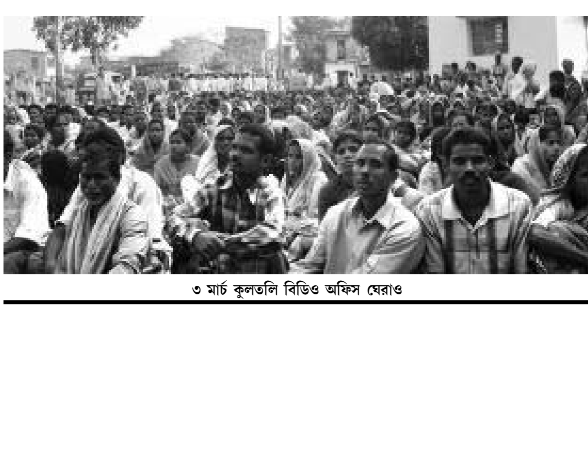

৩ মার্চ কুলতলি বিডিও অফিস ঘেরাও

জয়নগর ২নং ব্লকে বিডিও অফিসে বিক্ষোভ

বক্তব্য রাখছেন বিধায়ক কমরেড জয়কৃষ্ণ হালদার

৫ মার্চ জয়নগর ২নং ব্লকে রেশনকার্ড, ১০০ দিনের কাজ, অসংগঠিত শ্রমিকদের সরকারি সুযোগ সুবিধা, বিদ্যুৎহীন গ্রামে 'রাজীব গান্ধী গ্রামীণ বিদ্যুতায়নে'র কাজ দ্রুত শুরু করা ও অন্যান্য দাবিতে বিভিন্ন অঞ্চলের প্রায় পাঁচ হাজার খেতমজুর, চাষী, মহিলা এস ইউ সি আই দলের নেতৃত্বে বেলা ২টা থেকে বিডিও অফিস ঘেরাও করেন।

বিডিও এই ব্লকের ১০টি অঞ্চলে ২০ মার্চের মধ্যে রেশনকার্ড বণ্টনের প্রতিশ্রুতি দেন। ১০০ দিনের কাজের জবকার্ড ও ৪(ক) ফর্ম পূরণ করে কাজের দাবি করা মানুষদের ও অসংগঠিত শ্রমিকদের বিষয়টি নিয়ে যে গাফিলতি ও বঞ্চনা চলছে, ১৫ দিনের মধ্যে তিনি তার সমাধানের আশ্বাস দিতে বাধ্য হন। কয়েকজন রেশন ডিলারের দুর্নীতির বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণেরও আশ্বাস দেন।

সমাবেশে জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ও কুলতলির বিধায়ক কমরেড জয়কৃষ্ণ হালদার বলেন 'রাজ্যে লক্ষ লক্ষ মানুষ রেশন কার্ড ও ১০০ দিনের কাজ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। লাগাতার আন্দোলনের ফলেই আজ কিছু দাবি আদায় হল। অপূরিত দাবির জন্য আপনাদের লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে।' ডেপুটেশনের প্রতিনিধিদলের পক্ষ থেকে কমরেড রূপম চৌধুরী বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্প, আইসিডিএস, মিড ডে মিল, সর্বশিক্ষা অভিযান ও সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদের শত শত কোটি টাকা সিপিএম নেতা-মন্ত্রী এবং স্বার্থান্বেষী চক্র লুটে নিয়েছে। ব্লকসহ জেলার গরিব মানুষ এর ন্যূনতম সুফলও পায়নি। এই জেলা সহ রাজ্যের ১০০ দিনের কাজের শত শত কোটি টাকা লুট হয়েছে। পঞ্চায়েত নির্বাচনের সামনে সিপিএম লুট করা টাকার একটা অংশ ছড়িয়ে ও হুমকি-সন্ত্রাস, পুলিশ-প্রশাসন দিয়ে হয়রানি করে পঞ্চায়েত জেতার পরিকল্পনা করছে। তিনি সিপিএমের এই ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রকে মোকাবিলা করার জন্য গ্রামে গ্রামে গণকমিটি ও ছাত্র-যুব-মা-বোনদের স্বেচ্ছাসেবক কমিটি গড়ে তুলে আক্রমণ প্রতিরোধের আহ্বান জানান। সভায় সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সেলিম শা। সভাপতিত্ব করেন প্রবীণ সংগঠক কমরেড সুকুমার হালদার।

ল্যাটিন আমেরিকায় সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনের জোয়ার

গোটা ল্যাটিন আমেরিকা এখন সাম্রাজ্যবাদবিরোধী বিক্ষোভে টগবগ করে ফুটছে। নতুন এই আলোড়ন শুরু হয় গত শতাব্দীর আশির দশকে। সেই সময়েই সাম্রাজ্যবাদ পরিকল্পিত বিশ্বায়ন-উদারীকরণ-বেসরকারীকরণের নীতির আক্রমণ নেমে আসে ঐ সমস্ত দেশের অসহায় মানুষদের ওপর। জনগণ বিদ্রোহে ফেটে পড়ে যেকোনও ধরনের নেতৃত্বকে খড়-কুটোর মতো আঁকড়ে ধরে, এমনকী কখনও স্বতঃস্ফূর্তভাবে। এই আন্দোলনগুলো ক্রমাগত গতিবেগ সঞ্চয় করতে থাকে। কখনও কখনও কিছু দাবিও আদায় হয় এবং আন্দোলনের সেই ধারা এখনও চলছে। এক্ষেত্রে ল্যাটিন আমেরিকান দেশগুলির জনসাধারণকে সাম্রাজ্যবাদ, বিশেষ করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এবং তাদের দেশীয় দালালদের সাহসিকতার সঙ্গে মোকাবিলা করতে হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জনগণের এই সংগ্রাম আজ প্রেরণায় উজ্জ্বল এক গাথায় পরিণত হয়েছে। এই দেশগুলোতে সাম্প্রতিককালে ঘটে যাওয়া এমন কিছু ঘটনা এবং তার সংক্ষিপ্ত পটভূমিকা আমরা তুলে ধরছি।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

ল্যাটিন আমেরিকা পশ্চিম গোলার্ধে মেক্সিকো থেকে পানামা পর্যন্ত বিস্তৃত এক বিশাল ভৌগোলিক এলাকা, যার মধ্যে রয়েছে ২৮টি ছোট-বড় দেশ এবং কয়েকটি অঞ্চল। দক্ষিণ আমেরিকার বারোটি দেশ (ব্রাজিল, বলিভিয়া, আর্জেন্টিনা, ভেনেজুয়েলা, চিলি, কলম্বিয়া, ইকুয়েডর, গায়না, প্যারাগুয়ে, পেরু, সুরিনাম ও উরুগুয়ে), মধ্য আমেরিকার সাতটি দেশ (গুয়াতেমালা, হন্ডুরাস, কোস্টারিকা, এল সালভাদর, বেলিজ, নিকারাগুয়া, পানামা), মেক্সিকো এবং ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ (হাইতি, কিউবা, পুয়ের্তোরিকো, জামাইকা, ওসিনিকান রিপাবলিক ইত্যাদি) এবং আরও কিছু অঞ্চলকে মিলিয়ে একত্রে বলা হয় ল্যাটিন আমেরিকা। এই বিশাল মহাদেশ-তুল্য অঞ্চল প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদে পরিপূর্ণ। খনিজ তেল, সোনা, রূপা, টিন প্রভৃতি মূল্যবান ধাতু এবং কোকো সহ নানা কৃষিজ সম্পদ সাম্রাজ্যবাদের মুনাফার অন্তহীন ক্ষুধাকে প্রলুব্ধ করেছে।

একদা ইন্‌কা, অ্যাজটেক, মায়া, আন্দেজ প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ সভ্যতার পীঠস্থান এই অঞ্চলের দেশগুলি এক সুশৃঙ্খল সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীতে তারা ঔপনিবেশিকদের হাতে লুণ্ঠনের শিকারে পরিণত হয়। তিনশো বছরেরও বেশি সময় ধরে তারা স্পেনীয়, ইংরেজ, পর্তুগিজ এবং ফরাসি ঔপনিবেশিকদের দ্বারা শাসিত ও শোষিত হয়েছে। এই শোষণে দেশগুলি ভিখারিতে পরিণত হয়। প্রবল দারিদ্র, দৈন্য এবং দুর্দশা ছিল তাদের সর্বক্ষণের সঙ্গী। এছাড়াও এই ঔপনিবেশিক শক্তিগুলি চেয়েছিল এই দেশগুলির সমৃদ্ধ সভ্যতাকে আংশিক অথবা পুরোপুরি ধ্বংস করে তাদের নিজেদের ধর্ম, বিশ্বাস, সংস্কৃতি, আদবকায়দা, বিশেষ করে ভাষা চাপিয়ে দিতে।

উনবিংশ শতাব্দীতে এতদঞ্চলের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে রূপ দিতে চেষ্টা করেন মহান দেশপ্রেমিক জাতীয়তাবাদী যোদ্ধা সাইমন বলিভার। তিনি ভেনেজুয়েলার কারাভাসে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি স্পেনীয় সহ বিদেশিদের আধিপত্য ও শোষণ থেকে এই দেশগুলিকে মুক্ত করার সংগ্রামে লিপ্ত হন। নিজে সামরিক বাহিনীর একজন সৈনিক হয়েও তিনি বলেছিলেন, ‘‘ধিক সেই সৈনিক, যে তার দেশবাসীর ওপর অস্ত্র প্রয়োগ করে।’’ তিনি এই দেশগুলিকে নিয়ে ‘বৃহত্তর কলম্বিয়া’ নামে একটি ঐক্যবদ্ধ ফেডারেশন গঠনের স্বপ্ন দেখতেন এবং কলম্বিয়া, পেরু, ইকুয়েডর, ভেনেজুয়েলা এবং বলিভিয়া এই পাঁচটি দেশকে বৈদেশিক আধিপত্য থেকে মুক্ত করে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর জীবদ্দশায় বলিভিয়া সর্বশেষে মুক্ত হয় এবং ১৮২৫ সালে তাঁর নামেই দেশটির নামকরণ হয়। তিনি চেয়েছিলেন ক্রীতদাসত্বের অবসান স্পেনীয় আধিপত্যে সামন্তী শোষণের অবসান, শোষণ থেকে আদিবাসীদের মুক্তি এবং চাষীদের হাতে জমি। ফরাসি বিপ্লব এবং আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের দ্বারা উদ্বুদ্ধ এই মহান যোদ্ধার মৃত্যুর (১৮৩০) পর কার্ল মার্কস স্বয়ং শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন। সাইমন বলিভার অনেক আগেই বুঝতে পেরেছিলেন যে, আগামীদিনে মার্কিন পুঁজিবাদই ল্যাটিন আমেরিকায় প্রধান দখলদার হিসাবে দেখা দেবে। তিনি বলেছিলেন, ‘‘আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র স্বাধীনতার নামে আমেরিকাকে চরম দুর্দশার মধ্যে ফেলবে। ..... এই দেশটি অত্যন্ত শত্রুভাবাপন্ন এবং যা খুশি তা করতে পারে।’’

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলির ক্রমবর্ধমান স্বাধীনতা সংগ্রামকে মার্কিন আধিপত্যবাদ ‘মনরো ডক্‌ট্রিনের’ (১৮২৩) মাধ্যমে মোকাবিলা করে। আমেরিকার পঞ্চম প্রেসিডেন্ট জেমস মনরো প্রণীত ঐ ডক্‌ট্রিনে হুমকি দিয়ে বলা হল, আমেরিকার কাজকর্মের ওপর ইউরোপীয় শক্তিগুলির যে কোনও ধরনের হস্তক্ষেপ, অথবা আমেরিকা মহাদেশের কোনও এলাকা দখলকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শত্রুতাপূর্ণ আচরণ বলে মনে করবে। ‘আমেরিকা মার্কিনদের জন্য’ এই স্লোগান তুলে মার্কিন আধিপত্যবাদী শাসকরা দেখাতে চাইল যে, পশ্চিম গোলার্ধে আমেরিকাই একমাত্র উপনিবেশ স্থাপনকারী শক্তি। সেই থেকে মার্কিন আধিপত্যবাদীরা ১৮৫৭ সালে উত্তরে মেক্সিকো থেকে শুরু করে ১৮৯১ সালে দক্ষিণে চিলি পর্যন্ত বিভিন্ন দেশে ২০ বার হস্তক্ষেপ চালিয়েছে। সেই মার্কিন এবং ইউরোপীয় শক্তিগুলির মধ্যে এই এলাকায় আধিপত্যবিস্তারকারী যুদ্ধ ডেকে এনেছে, যার পরিণতিতেই বাধে স্পেন-মার্কিন যুদ্ধ (১৮৯৫-১৮৯৮)। এই ১৮৯৮ সাল প্যারিসে সন্ধিচুক্তি হয়, যাতে আমেরিকা বিশেষ সুবিধা পায় এবং এর মধ্য দিয়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদই ল্যাটিন আমেরিকায় সাম্রাজ্যবাদী শোষকের সর্দার হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সরাসরি সামরিক আগ্রাসন, ষড়যন্ত্রমূলক অভ্যুত্থান অথবা গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারের পতন ঘটিয়ে, পরিবর্তে দালালদের ক্ষমতায় বসিয়ে দেশে দেশে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ তার থাবা বাড়িয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৯১৪ থেকে ১৯২৯-এর মধ্যে ল্যাটিন আমেরিকায় তার পুঁজি বিনিয়োগের পরিমাণ করেছে দ্বিগুণ, যার মধ্য দিয়ে এই এলাকায় সে হয়েছে সর্বোচ্চ বিনিয়োগকারী এবং সবচেয়ে শক্তিশালী অর্থনৈতিক শক্তি। ১৯২০-র দশকে পেরু, কলম্বিয়া, ইকুয়েডর এবং ভেনেজুয়েলার পেট্রোলিয়াম শিল্পকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ দখল করে নেয়। চিনি, কলা, কফি কোকেন, তামাক চাল, নীল, সুতো, গোমাংস এবং পশুখামারের শিল্পগুলি বিদেশি, বিশেষত মার্কিনদের অধীনে চলে যায়। সেই থেকে ল্যাটিন আমেরিকা হয়ে দাঁড়ায় বর্বর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের মৃগয়া ক্ষেত্র। এখন একটু গভীরভাবে দেখা যাক ল্যাটিন আমেরিকায় গত শতাব্দীতে মার্কিন নীতির ইতিহাস।

ল্যাটিন আমেরিকায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী নীতি

মার্কিন সেনাবাহিনীর মেজর জেনারেল স্মেডলি ডি বাটলার তাঁর স্মৃতিকথায় স্বীকার করেছেন, ‘‘আমাদের দেশের ক্ষিপ্রতম সামরিক শক্তি নৌবাহিনীতে আমি তেত্রিশ বছর চার মাস সক্রিয় ছিলাম। এবং তখন আমি সবচেয়ে বেশি সময় ব্যয় করেছি বৃহৎ ব্যবসায়ী, ‘ওয়াল স্ট্রিট’ এবং ব্যাঙ্ক মালিকদের উঁচুদরের গুণ্ডা হিসাবে। সংক্ষেপে, আমি ছিলাম পুঁজিবাদের এক বেআইনি কারবারী। ১৯১৪ সালে আমি মেক্সিকো, বিশেষ করে ট্যাম্পিকোতে আমেরিকার তৈল-স্বার্থ সুরক্ষিত রাখতে সাহায্য করেছি। হাইতি এবং কিউবাতে ন্যাশনাল সিটি ব্যাঙ্কের কর্মচারীদের নির্বিঘ্নে রাজস্ব আদায়ের স্বর্গরাজ্য বানিয়েছি। ওয়াল স্ট্রিটের উপকারার্থে মধ্য আমেরিকার প্রায় ছ’টি স্বাধীন রাষ্ট্রের উপর বলপূর্বক হস্তক্ষেপ করার ক্ষেত্রে আমি সাহায্য করেছি। আমার এই ফন্দিবাজির ফর্দ বেশ দীর্ঘ। ১৯০৯-১২ সালে নিকারাগুয়াতে ব্রাউ ব্রাদার্সের আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক ব্যবসার পথ পরিষ্কার করতে আমি সাহায্য করেছি ১৯০৯ থেকে ১৯১২ সাল পর্যন্ত। ১৯২৬ সালে ডমিনিকান রিপাবলিকে আমেরিকার চিনি শিল্পের স্বার্থ রক্ষার ক্ষেত্রে আমি পথ দেখিয়েছি। ১৯০৩ সালে আমি হন্ডুরাসে মার্কিন ফল কোম্পানিগুলির অধিকার প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করেছি।’’ (আমেরিকার সশস্ত্রবাহিনী’ বাটলার, ১৯৩৫-৩৬)। এভাবেই তিনি প্রকৃত অবস্থাটি পরিষ্কার করে দিয়েছেন।

‘মনরো ডক্‌ট্রিন’কে কার্যকর করতে গিয়ে মার্কিন প্রভুরা ১৯১৪ থেকে ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত ক্রমাগত ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলিতে হস্তক্ষেপ করে গেছে। এর মধ্যে রয়েছে হাইতিতে তাদের ১৯ বছরের দখলদারি, ডমিনিকান রিপাবলিকে ১৮ বছরের দখলদারি। পানামায় বারংবার হস্তক্ষেপ, নিকারাগুয়ায় ৮ বছরের দখলদারি। এবং এগুলি সবই হয়েছে ‘গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম’-এর নামে। এই শব্দচয়ন করেছিলেন মাকিন প্রেসিডেন্ট উড্রু উইলসন এবং পরবর্তী প্রেসিডেন্টরাও এটি অনুসরণ করে চলেছেন। ১৯৩৩ সালে প্রেসিডেন্ট এফ ডি রুজভেল্ট সার্বিক সামরিক কূটনীতিকে খানিকটা পাল্টে আনলেন ডলার কূটনীতি — যার নাম দিলেন ‘সু-প্রতিবেশী নীতি।’ যার মাধ্যমে আসলে ল্যাটিন আমেরিকার সেই সব দেশগুলিকে ‘কু-প্রতিবেশী হিসাবে চিহ্নিত করতে চাইলেন, যারা আমেরিকার ‘ডলার এবং অস্ত্র’-এর হুমকিকে অগ্রাহ্য করেছিল। তথাকথিত অনাক্রমণের ঘোষিত নীতি প্রকৃতপক্ষে ছিল সেই দেশগুলিতে ডলারের মাধ্যমে দালাল কেনার গোপন পদ্ধতি। কিউবার বাতিস্তা সরকার ছিল এর জ্বলন্ত নিদর্শন। গুয়াতেমালা উপসাগর, কিউবা, পানামা খাল এলাকায় মার্কিন সৈন্যবাহিনী মোতায়েন রাখা এবং তার শক্তি বাড়ানোর মাধ্যমে ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলির উপর পরোক্ষে ভীতি প্রদর্শনও চলছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে সোভিয়েট ইউনিয়ন একটি শক্তিশালী সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে আবির্ভূত হয়ে বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনে ব্যাপক অনুপ্রেরণা জোগাতে থাকে। তখন ‘সুপার পাওয়ার’ হিসাবে স্বীকৃত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ‘কমিউনিজমকে আটকানো’র ধূয়া তুলে ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলির আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে থাকে। ১৯৪৫ সালে এইচ এস ট্রুম্যান আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হয়ে ‘কমিউনিজমকে নিয়ন্ত্রণে রাখা এবং যেখানে সম্ভব তাকে নিশ্চিহ্ন করা’র শপথ গ্রহণ করেন — যা ‘ট্রুম্যান ডক্‌ট্রিন’ নামে পরিচিত। এই নীতির দ্বারা পরিচালিত হয়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এইসব দেশগুলির সমস্তরকম জনমুখী পদক্ষেপ এমনকী গণতান্ত্রিক সংস্কারগুলিকেও বাধা দিতে থাকে। ১৯৪৬ সালে তারা পানামায় একটি ক্যারিবিয়ান সেনা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করে। ১৯৬৩ সালে সেই প্রতিষ্ঠানের নাম পাল্টে করে ‘স্কুল অফ আমেরিকা’ (এস ও এ) যেখানে আমরিকার স্বার্থরক্ষাকারী দেশগুলির সেনা অফিসারদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হত। এই ‘স্কুল’ ঐ অঞ্চলে বেশ কিছু একনায়কের সৃষ্টি করেছিল, যারা হয়ে উঠেছিল নৃশংসতার মূর্ত প্রতীক। এমনকী মার্কিন চার্চও এস ও এ-কে ‘ঘাতকদের স্কুল’ বলে ধিক্কার জানিয়েছিল। পরবর্তীকালে এস ও এ-কে জর্জিয়ার ফোর্ট অফ কলম্বাসে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং এর কুখ্যাতিকে ঢাকা দেওয়ার জন্য আবারও তার নাম পাল্টানো হয়েছিল। এস ও এ-র কয়েকটি অনবদ্য সৃষ্টি’র নাম করা যেতে পারে — ম্যানুয়েল নরিয়েগা (পানামার প্রেসিডেন্ট), জেনারেল হেকটার গ্রাসসে (গুয়াতেমালা), লিওকোল্ডা গ্যালোতিয়েরি (আর্জেন্টিনা), পেরু এবং হন্ডুরাসের ‘ডেথ স্কোয়াড’, কুখ্যাত সেনা জেনারেল অ্যাস্টো পিনোচেত ও তার ৪৭ জন অফিসার, যারা ১৯৭৩ সালে চিলিতে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটায় এবং প্রেসিডেন্ট আলেন্দেকে হত্যা করে।

ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলিতে প্যান-আমেরিকান নীতিকে কার্যকর করার জন্য মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ১৯৪৮ সালে গড়ে তোলে ‘অর্গানাইজেশন অফ আমেরিকান স্টেটস’, যা যেকোন অজুহাতে সেই দেশগুলির উপর আক্রমণের রাস্তা তৈরি করে দেয়। ১৯৫১ সালে মিউচুয়াল সিকিউরিটি অ্যাক্টের (এস এস এ) মাধ্যমে ঐ অঞ্চলের নিরাপত্তার ‘দায়িত্ব’ আমেরিকা নিজ হাতে নেয়। ঐ বছরেই গুয়াতেমালার গণতান্ত্রিক সংস্কারক জ্যাকোবা আরবেঞ্জ কৃষকের হাতে জমি দেওয়ার কথা ঘোষণা করলে তাঁকে কমিউনিস্ট বলে নিন্দা করা হয় এবং সেই কারণে তাঁর উপর আক্রমণ চালানো হয়। ১৯৫৩ সালে ট্রুম্যানকে সরিয়ে ডি ডি আইসেনহাওয়ার আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর ল্যাটিন আমেরিকায় কোনও ধরনের গণতান্ত্রিক সংস্কারের বিরুদ্ধে বিষোদ্‌গারকে আরও উচ্চগ্রামে নিয়ে যাওয়া হয়। ১৯৫৪ সালে গুয়াতেমালায় সি আই এ পরিচালিত আক্রমণের দ্বারা আরবেঞ্জকে ক্ষমতাচ্যুত করে ক্যাসিলো আরমাসনেকে নিয়ে আসা হয়। তিনি আমেরিকার ইউনাইটেড ফ্রুট কোম্পানির খুবই ঘনিষ্ঠ ছিলেন। শ্রমিক সংগঠন-গুলিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। রাজনৈতিক দলগুলিকে সাসপেন্ড করা হয়, অধিকাংশ মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া হয়, কমপক্ষে ৯ হাজার মানুষকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং অসংখ্য মানুষকে খুন করা হয়। এই সমস্ত অত্যাচার সত্ত্বেও ল্যাটিন আমেরিকার একটি গুরুত্বপূর্ণ দেশ কিউবায় ১৯৫৯ সালে ফিদেল কাস্ত্রোর নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

ক্ষিপ্ত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ তার স্বার্থরক্ষায় উপযুক্ত ব্যক্তিকে খুঁজে পেল জন এফ কেনেডির মধ্যে। ১৯৬১ সালে তিনি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হয়েই ঘোষণা করলেন যে, ‘‘আর্থ-সামাজিক সহায়তা দানের মাধ্যমে তিনি ল্যাটিন আমেরিকার গণতন্ত্রীকরণে সাহায্য করবেন এবং এভাবে তিনি কমিউনিজমের প্রসারে বাধা দেবেন।’’ এটাকে তিনি বললেন, ‘‘প্রগতির স্বার্থে জোট’’-এর নীতি। পরবর্তীকালে এর নতুন নামকরণ করলেন, ‘‘আধুনিকীকরণের তত্ত্ব’’, যার লক্ষ্য কমিউনিজমকে প্রতিরোধ করার জন্য অনুন্নত ল্যাটিন আমেরিকার ‘আধুনিকীকরণ’। (চলবে)

নাগরিক সমিতির ডাকে বেলারি শহরে বন্‌ধ

কর্ণাটকের বেলারি শহরে এস ইউ সি আই পরিচালিত নাগরিক সমিতি গত ১৬ ফেব্রুয়ারি বন্‌ধের ডাক দিয়েছিল। মূলত নাগরিক সমস্যা সমাধানের দাবিতেই ছিল এই বন্‌ধ। স্বতঃস্ফূর্তভাবে বন্‌ধ সফল হয়েছে।

গত ১০ বছর ধরে বেলারি শহরের আশেপাশে খনির কাজকর্ম অনেক বেড়ে যাওয়ায় গড়ে উঠেছে বহু স্পঞ্জ আয়রন কারখানা। জিন্দাল স্টিল কোম্পানি এখানে একটি বড় স্টিল প্ল্যান্ট গড়ে তুলেছে। ফলে এই শহরে এবং শহরের মধ্য দিয়ে যাওয়া হাইরোডে যানচলাচল বহুগুণ বেড়ে গিয়েছে। খনির মালিকরা এবং শিল্পপতিরা এখান থেকে কোটি কোটি টাকা মুনাফা লুটছে। কিন্তু শহরের পরিকাঠামোগত উন্নয়নে তাদের কোনও নজর নেই। শহরের রাস্তা কাঁচা, ধূলি ধূসরিত। স্থানীয় পৌর প্রশাসনও নাগরিক পরিষেবায় চূড়ান্ত উদাসীন। নর্দমাগুলি প্রায় পরিষ্কার করাই হয় না, জঞ্জালে ভর্তি শহর। গোটা শহর যেন মশা ও শূকরদের আস্তানা। শহরের মানুষ দূষণের ফলে শ্বাসকষ্ট, ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া, টিবি এই সমস্ত রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। দুর্ঘটনা মারাত্মক রূপ নিচ্ছে। ২০০৭ সালে ৬,৮০০টির মতো দুর্ঘটনা ঘটেছে। এই সমস্ত সমস্যা সমাধানে খনি মালিক, কারখানা মালিক বা পৌরপ্রশাসন কার্যত উদাসীন।

এই ভয়াবহ পরিস্থিতিই চিন্তাশীল মানুষকে জাগ্রত করে। প্রতিকারের দাবিতে এগিয়ে আসেন তাঁরা। বিএড কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ অধ্যাপক বীরভদ্র, ডাঃ যোগানন্দ রেড্ডি, অধ্যাপক কে সুরেন্দ্রবাবু, জেলা কানাড়া পর্ষদের সভাপতি নিষ্টি রুদ্রাপ্পার মতো খ্যাতনামা মানুষেরা এগিয়ে আসেন। এগিয়ে আসেন কমরেড সোমশেখর গৌড়া এবং কমরেড ডি নাগালক্ষ্মীর মতো সমাজকর্মীরাও। গড়ে ওঠে বেলারি নাগরিক হোরাটা সমিতি। এই সমিতিই ১৬ ফেব্রুয়ারি বন্‌ধের ডাক দিয়েছিল।

নাগরিক সমিতি শহরের সমস্যা সমাধানে ধারাবাহিকভাবে আন্দোলন সংগঠিত করে যাচ্ছে। ধূলিদূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য ৬৩নং জাতীয় সড়কের সংস্কার ও বাইপাস রোড নির্মাণের দাবিতে নাগরিক সমিতি প্রতিবাদী অবস্থান, ধরনা, জাঠা প্রভৃতি কর্মসূচি পালন করেছে। শহরের ৪০ হাজারেরও বেশি নাগরিকের স্বাক্ষরিত দাবিপত্র জেলা প্রশাসনের দপ্তরে জমা দিয়েছে। কিন্তু প্রশাসন নাগরিকদের এই জ্বলন্ত সমস্যা সমাধানের দিকে কোনও ভ্রূক্ষেপ করেনি। এই উদাসীনতাই নাগরিক সমিতিকে বন্‌ধ ডাকতে বাধ্য করে।

বেলারির এই বন্‌ধকে জেলা ব্যবসায়ী সমিতি, ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন, বার অ্যাসোসিয়েশন, ব্যাঙ্ক কর্মচারী, এলআইসি কর্মচারী, লরি মালিকদের সমিতি সহ ১২০টি সংগঠন সমর্থন জানায়। সকলেই কায়মনে চেয়েছিলেন বধির প্রশাসনকে জোর ধাক্কা দিতে হলে এরকমই একটি বন্‌ধ চাই। বন্‌ধের দিন দেখা গেল শহর যেন প্রাণহীন, যেন জনশূন্য মরুপ্রান্তর। শহরের জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে শহরে ঢোকার প্রত্যেকটি রাস্তায় ব্যারিকেড গড়ে তোলেন। এমনকী শহরের চারপাশের গ্রামের লোকেরা বন্‌ধ সফল করতে সক্রিয়ভাবে নেমে যান। স্কুল, কলেজ, ব্যাঙ্ক, সিনেমা হল, সরকারি অফিস পুরোপুরি বন্ধ করে দিয়ে শহরের জনগণ এই ধূলির শহরকে স্তব্ধ করে দেয়।

বেলা ১২টায় নাগরিক সমিতি প্ল্যাকার্ড-ব্যানারে সুসজ্জিত এক শোভাযাত্রা বের করে। মিছিল শেষে নেতৃবৃন্দ জানান, ''আমরা থামব না, দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে।''

জেলায় জেলায় বিক্ষোভ

দুয়ের পাতার পর

নন্দীগ্রামে সন্ত্রাস বন্ধ, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি রোধ সহ স্থানীয় নানা দাবিতে মহম্মদ বাজার এবং কোটাসুরে এক ঘন্টা পথ অবরোধের পর বিডিওকে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। নলহাটি, মাড়গ্রাম, মুরারই এবং সিউড়ি ১নং ব্লক অফিস দীর্ঘক্ষণ অবরোধ করে বিক্ষোভ সংগঠিত হয়। রামপুরহাট, লাভপুর, নানুর ও দুবরাজপুর ব্লকেও বিক্ষোভ এবং ডেপুটেশন দেওয়া হয়। ২ মার্চ সিউড়ি বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট ও নলহাটিতে ৬০ নং জাতীয় সড়ক ও বোলপুর, কোটাসুরে পথ অবরোধ সংগঠিত হয়।

বাঁকুড়া

এস ইউ সি আই বাঁকুড়া জেলা কমিটির আহ্বানে ৬ মার্চ জেলাশাসকের দপ্তর অবরোধ হয়। বাঁকুড়া বঙ্গ বিদ্যালয় মাঠে জমায়েত হয়ে একটি সুসজ্জিত মিছিল বড় বাজার, শাঁখারিপাড়া, মাচানতলা হয়ে শহর পরিক্রমা করে এবং জেলাশাসকের প্রশাসনিক ভবনের সামনে উপস্থিত হয়ে মেন গেট অবরোধ করে। মিছিলের সামনের সারিতে ছিলেন এস ইউ সি আই বাঁকুড়া জেলা কমিটির প্রবীণ সদস্য কমরেড গৌরাঙ্গ গোস্বামী, কমরেড লক্ষ্মী সরকার ও কমরেড অসিত মণ্ডল। টানা দেড় ঘন্টা অবরোধ চলার পর পুলিশ সংগঠনের নেতা ও কর্মীদের গ্রেপ্তার করে।

৭ মার্চ নন্দীগ্রামে সিপিএমের হামলা এবং মূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধে বাঁকুড়া সদর এস ডি ও-কে এবং বাঁকুড়া ১নং ব্লক, হিড়বাঁধ ব্লক, শালতোড়া ব্লক, খাতড়া ব্লক বিডিওকে ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

মুর্শিদাবাদ

নন্দীগ্রামে সিপিএম ক্রিমিনাল বাহিনীর বারংবার আক্রমণ, জনবিরোধী কেন্দ্রীয় বাজেট, ৩৪নং জাতীয় সড়ক সম্প্রসারণের নামে বেলডাঙা সহ জেলার সর্বত্র কৃষিজমি অধিগ্রহণ ও দফায় দফায় মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটি ৬ মার্চ এক বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করে। খাগড়া নেতাজী স্ট্যাচু থেকে পাঁচশতাধিক মানুষ মিছিল করে এ দিন জেলাশাসকের দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ দেখায়। মিছিলে নেতৃত্ব দেন জেলা সম্পাদক কমরেড স্বপন ঘোষাল।

জলপাইগুড়ি

দলের জলপাইগুড়ি জেলা কমিটির উদ্যোগে এদিন শতাধিক মানুষের একটি মিছিল ডিএম অফিসের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। বিক্ষোভকারীরা ডিএম অফিসের করিডোরে ঢুকে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করলে অফিসে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয় এবং উপস্থিত জনসাধারণ প্রবল উৎসাহের সাথে আন্দোলনকারীদের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করে। অফিস প্রাঙ্গণের বিক্ষোভ সমাবেশে জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সুব্রত দত্তগুপ্ত বলেন, মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য নন্দীগ্রামে গিয়ে পাট্টা বিলির নামে গরিব কৃষকদের জমি সিপিএম কর্মীদের হাতে তুলে দিয়ে নতুন করে দ্বন্দ্ব বাধাবার চেষ্টা করছেন এবং আগামী দিনে নন্দীগ্রামের জমি সালিম গোষ্ঠীর হাতে তুলে দেওয়ার সূচতুর পরিকল্পনা করেছেন। সভাস্থলে মুখ্যমন্ত্রীর কুশপুতুলে অগ্নিসংযোগ করেন জেলা সম্পাদক কমরেড তপন ভৌমিক।

‘কৃষক দরদী’ সিপিএম সরকারের চেহারা

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাতেও আলুর বন্ড নিয়ে দুর্নীতি চরমে। জেলার গঙ্গারামপুরের কালদীঘি এলাকায় কৃষকরা আলুর বন্ড নিতে গিয়ে দেখেন বড় ব্যবসায়ীরাই বন্ডগুলো নিয়ে নিয়েছে। বঞ্চিত কৃষকরা হিমঘরে আলু রাখার জায়গা না পেয়ে ২৭ ফেব্রুয়ারি বালুরঘাট-মালদা রাজ্য সড়ক অবরোধ করে। চাষীদের শায়েস্তা করার জন্য সিপিএম সরকারের পুলিশ লাঠিচার্জ, কাঁদানে গ্যাস — কোনকিছুই বাদ রাখেনি। সিপিএম শাসনে কৃষকরা আরও বেশি বঞ্চিত হচ্ছে তাই নয়, প্রতিবাদ করতে গেলে জুটছে পদাঘাত। কৃষকদের উপর এই আক্রমণের প্রতিবাদে এস ইউ সি আই-এর পক্ষ থেকে বিডিও অফিসে বিক্ষোভ দেখানো হয়। (ছবি : আনন্দবাজার, ২৮/২/০৮)

বেলডাঙায় গড়ে উঠল ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটি

মুর্শিদাবাদের বেলডাঙা থানায় কৃষক উচ্ছেদের এক ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় ৩৪নং জাতীয় সড়ককে বর্তমানে চার লেন ও ভবিষ্যতে ৬ লেনের রাস্তায় সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে বেলডাঙা থানার অন্তর্গত সাড়ে ৭ কিলোমিটারের বেশি লম্বা এবং ৬০ মিটারের বেশি চওড়া রাস্তা নির্মাণের যে পরিকল্পনা নিয়েছে তাতে হাজার হাজার বিঘে কৃষিজমি থেকে কৃষকরা উচ্ছেদ হবে। এই উচ্ছেদের বিরুদ্ধে নন্দীগ্রাম মডেলে আন্দোলন গড়ে তুলতে ২৯ ফেব্রুয়ারি এক গণকনভেনশনের মধ্য দিয়ে চাষীরা গড়ে তুলেছেন ‘বেলডাঙা থানা ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটি’।

কৃষকদের ক্ষোভের অন্যতম কারণ হল রাস্তা সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে তাদের দেওয়া বিকল্প প্রস্তাব সরকার বিবেচনায় আনেনি। তাদের বিকল্প প্রস্তাব হল, সাবেক ৩৪নং জাতীয় সড়কের উপর উড়ালপুল বা সুড়ঙ্গ রাস্তা নির্মাণ করলে নতুন করে আরেকটি ৩৪নং জাতীয় সড়ক নির্মাণ করতে হয় না। এবং তার দ্বারা কৃষিজমি, মসজিদ, মন্দির, কবরস্থান, বাড়িঘর ধ্বংস না করেই রাস্তা সম্প্রসারণ সম্ভব। ইঞ্জিনিয়ারদের মতে এটা করা যায়। তাছাড়া অন্যান্য জায়গায়, শহরাঞ্চলে যদি উড়ালপুল হতে পারে তাহলে বেলডাঙায় হবে না কেন?

উত্তর ২৪ পরগণা থেকে উত্তরবঙ্গ পর্যন্ত কয়েক শ' কিলোমিটার দীর্ঘ রাস্তা আপাতত চার লেনে রূপান্তরিত করা হবে। এর মধ্যে মুর্শিদাবাদ জেলার বেলডাঙা, বহরমপুর, ধুলিয়ানসহ কয়েকটি থানার অন্তর্গত কৃষিজমি সরকার অধিগ্রহণ করবে। ভোটের পর জরিপে নামবে সরকার। ফলে উচ্ছেদের আশঙ্কায় চাষীরা ইতিমধ্যেই আন্দোলনের প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছেন।

২৯ ফেব্রুয়ারির গণকনভেনশন হেমাতুন্নেসা গার্লস মাদ্রাসায় অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন আবদান সেখ। কনভেনশনে এস ইউ সি আই, তৃণমূল কংগ্রেস, ফরওয়ার্ড ব্লক, জমিয়তে উলেমা-এ হিন্দ সহ বিভিন্ন সংগঠন ও স্থানীয় কৃষকরা উপস্থিত ছিলেন। মহসিন মণ্ডলকে সভাপতি, আলাউদ্দিন হাজি, মহঃ সানাউল্লা সেখ, ইয়াসিন মোল্লাকে সহসভাপতি, মৌলানা আবু বাক্কার, তোজাম্মেল হক, বাবর আলিকে সম্পাদক ও আমিনুল ইসলামকে কোষাধ্যক্ষ করে ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটি গঠিত হয়। কমিটির উপদেষ্টামণ্ডলীতে রয়েছেন বকুল খন্দকার, কমলকান্তি ঘোষ, জয়নাল আবেদিন, অপূর্ব ব্যানার্জী প্রমুখ।

গণকমিটিগুলির যৌথ আন্দোলনে দাবি আদায়

গণকমিটি গঠন করে ধারাবাহিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার কেশিয়াড়ীর জনগণ দাবি আদায় করলেন। এই অঞ্চলের জনগণ বিভিন্ন দাবি আদায়ের জন্য নানা গণকমিটি গড়ে তুলেছেন। সেগুলির কয়েকটি যেমন, রেশন গ্রাহক সমিতি, কৃষক ও খেতমজুর সংগ্রাম কমিটি, শ্রমিক সুরক্ষা কমিটি, বন্যা ভাঙন প্রতিরোধ কমিটি, কৃষক সংগ্রাম পরিষদ গত ৬ মার্চ যৌথভাবে কেশিয়ারি ফুড সাপ্লাই ইন্সপেক্টরকে এবং বিডিও অফিসে ডেপুটেশন দেয়। বিক্ষোভে পাঁচ শতাধিক নারী-পুরুষ অংশ নেন। ফুড সাপ্লাই ইন্সপেক্টর রেশনে রেটচার্ট টাঙানো, সপ্তাহে সাড়ে পাঁচদিন দোকান খোলা রাখা, ৯.৫০ টাকা দরে কেরোসিন সরবরাহ, দোকানে অভিযোগ গ্রহণের ব্যবস্থা রাখার দাবি মেনে নেন। বিডিও অবিলম্বে সুবর্ণরেখা নদীর ভাঙন রোধ, বিপিএল তালিকার দুর্নীতি দূরীকরণ, ১০০ দিনের কাজের ব্যবস্থা, বন্যায় ঘরভাঙা অনুদানে দুর্নীতি রোধের প্রতিশ্রুতি দেন। বিক্ষোভ জমায়েতে বক্তব্য রাখেন প্রদীপ দাস, পূর্ণ বেরা, ঝড়েশ্বর রাউৎ, শিবশঙ্কর পাত্র, দিবাকর টুডু, মৃত্যুঞ্জয় বেরা প্রমুখ।

নিকারিঘাটা পঞ্চায়েতে বিক্ষোভ

২২ ফেব্রুয়ারি ক্যানিং থানার নিকারিঘাটা অঞ্চল প্রধানের অফিসে বিক্ষোভ দেখানো ও গণডেপুটেশন দেওয়া হয়। নেতৃত্বে ছিলেন এস ইউ সি আই সংগঠক কমরেডস্‌ রঞ্জিৎ বায়েন, আলকাছ সেখ, ভূষণ চন্দ্র সরদার, অজিত বাছার, নবকুমার সরদার। এছাড়া পঞ্চায়েত সদস্য মুজিবর মণ্ডল ও অনিল মণ্ডল প্রমুখ।

ডেপুটেশনে তিন শতাধিক মানুষ অংশ নেন। ১৪ দফা দাবির ভিত্তিতে প্রতিনিধিদের সাথে দীর্ঘক্ষণ আলোচনার পর অঞ্চলপ্রধান ১০০ দিনের কাজের দাবি ও নতুন জবকার্ড দেওয়া এবং রেশনকার্ডের দাবিগুলি মেনে নেন, বাকি দাবিগুলি দ্রুত কার্যকর করার আশ্বাস দেন।

তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পে ভাটার জন্য বনধ্ কী করে দায়ী হয়?

বেশ কয়েক বছর ধরে দেশের সব রঙের শাসকরাই কর্মসংস্থানের উদীয়মান ক্ষেত্র হিসাবে যে তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের মহিমাকীর্তন করছেন, সেই শিল্পেই এখন শত শত কর্মীকে ছাঁটাই করা হচ্ছে। যাঁরা কাজ করছেন তাঁদেরও বেতন কমানো চলছে, প্রাপ্য নানা সুযোগ-সুবিধা কেড়ে নেওয়া হচ্ছে; বাড়ানো হচ্ছে কাজের বোঝা। সর্বোপরি মাথার উপর সব সময় ঝুলে রয়েছে ছাঁটাইয়ের খড়্গ। কেন তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পে এই মন্দা, এ নিয়ে নানা মহলে যখন চিন্তাভাবনা চলছে, তখন দেখা গেল, ইন্ডিয়ান চেম্বার্স অফ কমার্সের এক সমীক্ষায় তথ্য প্রযুক্তি সংস্থার কর্তারা এর জন্য বন্‌ধ এবং ইউনিয়নকেই দায়ী করেছেন। কিন্তু তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পে বন্‌ধ হয় কোথায়? কর্মীদের আন্দোলনই বা কোথায়?

এস ইউ সি আই ছাড়া প্রায় সব রাজনৈতিক দলই এই শিল্পকে বন্‌ধে ছাড় দিয়ে রাখে। দেশের মধ্যে সর্বপ্রথম এ রাজ্যের সিপিএম সরকার তথ্যপ্রযুক্তিকে 'জরুরি পরিষেবা' হিসাবে ঘোষণা করেছে। ফলে যে-কোনও বন্‌ধে এই শিল্পকে চালু রাখতে মালিকদের সঙ্গে সরকারও বিকল্প পরিবহন ব্যবস্থা চালু রেখে, ব্যাপক পুলিশি ব্যবস্থা সহ সব রকম বন্দোবস্ত করতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এবং যে-কোনও বন্‌ধের শেষে শিল্প-কর্তারা, মুখ্যমন্ত্রী, এমনকী শাসক দলের শীর্ষনেতারাও এই শিল্পের কর্মচাঞ্চল্যের ফিরিস্তি দিয়েই বন্‌ধের ব্যর্থতা বোঝান। তা হলে যে শিল্পে বন্‌ধের আদৌ কোনও প্রভাবই পড়ে না, সেখানে কী করে বলা যায়, বন্‌ধ এই শিল্পে মন্দার জন্য দায়ী?

বাস্তবে তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পে আন্দোলন দূরের কথা, কোনও ট্রেড ইউনিয়নই এখনও গড়ে ওঠেনি। এই শিল্পের মালিকরা কর্মীদের ট্রেড ইউনিয়ন গড়ার ঘোরতর বিরোধী। তেমনই মালিকদের স্বেচ্ছাচারিতা ও আকছার শ্রম-আইন লঙ্ঘনের ঘটনা সম্পর্কে রাজ্য সরকার বা তার শ্রম-দপ্তরও সম্পূর্ণ নীরব। কিছুকাল আগে শাসকদলের শ্রমিক সংগঠন সিটু একটা সভা করে মহাসমারোহে এই শিল্পে ট্রেড ইউনিয়ন গড়ার কথা ঘোষণা করেছিল। তবে সেই ঘোষণায় মালিকরা যেমন এতটুকুও ভীত হয়নি, তেমনই কার্যত ঘোষণার মধ্য দিয়েই সিটুর ঐ উদ্যোগের পরিসমাপ্তি ঘটে। কারণ ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন গড়ে তোলা সিটুর উদ্দেশ্যই ছিল না; সিটু নেতারা শুধু অন্যান্য শ্রমিক-কর্মচারীদের দেখাতে চেয়েছিলেন, সরকার-মালিক আঁতাতের বাইরে গিয়ে যেন সিটু শ্রমিক-কর্মচারীদের স্বার্থরক্ষায় বিশেষ তৎপর। বাস্তবে এই শিল্পটি আজও পুরোপুরি অসংগঠিতই। তা হলে মালিকরা মন্দার জন্য ইউনিয়নকে দায়ী করে কী করে?

বন্‌ধ বা ইউনিয়ন নয়, এই শিল্পে মন্দার মূল কারণ নিহিত রয়েছে এর পরজীবী চরিত্রের মধ্যেই। আমাদের দেশের তথ্য প্রযুক্তি শিল্পগুলি মূলত মার্কিন দেশ থেকে আসা কাজের বরাতের (আউটসোর্সিং) উপরই নির্ভরশীল। মার্কিন ব্যাঙ্কিং শিল্প, বিমা শিল্প, অর্থলগ্নি সংস্থা, অ্যাকাউন্টিং সংস্থা, গবেষণা সংস্থা বা শিক্ষা-স্বাস্থ্য প্রভৃতি যেগুলিকে এখন 'পরিষেবা ক্ষেত্র' বলা হয়, সেগুলিতে কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত স্বয়ংক্রিয় কার্যপদ্ধতির সফট্‌ওয়্যার তৈরি করাই তথ্যপ্রযুক্তি বা আই টি ক্ষেত্রের মূল কাজ। এই ধরনের শিল্পে যত বেশি বিনিয়োগ হবে, অর্থাৎ নিত্যনতুন সংস্থা গড়ে উঠবে, পুরনো সংস্থায় আধুনিকীকরণ বা উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়বে, ততই নতুন নতুন সফটওয়্যারের প্রয়োজন হবে এবং ভারতীয় সংস্থাগুলির কপালেও তার বরাত জুটবে। মার্কিন সংস্থাগুলি এই ধরনের সফটওয়্যার তৈরির কাজে ভারতের সস্তা শ্রম ও দক্ষ শ্রমশক্তিকে কাজে লাগাচ্ছে। একই কাজ আমেরিকায় করাতে যে মজুরি দিতে হয় তার থেকে অনেক কম মজুরি দিয়ে একদিকে যেমন ভারত থেকে সস্তায় কাজ করিয়ে নিচ্ছে, তেমনই ক্রমাগত উন্নত প্রযুক্তি ও প্রকৌশল ব্যবহার করে নিজ সংস্থায় ব্যাপক কর্মী ছাঁটাই করে খরচ কমাচ্ছে। তাতে একদিকে মার্কিন দেশের কোম্পানিগুলি, যারা আউটসোর্সিং করায়, অপরদিকে ভারতে অবস্থিত আই টি কোম্পানিগুলি, যারা তাদের কাজ করে দেয়, উভয়েই বিপুল মুনাফা করে ফুলে-ফেঁপে উঠেছে এবং বিশ্বায়নের জয়ধ্বনি দিয়েছে। কিন্তু সম্প্রতি আমেরিকায় প্রায় সব ধরনের শিল্পই আবার ব্যাপক মন্দার কবলে পড়েছে এবং মন্দা ক্রমেই একটা স্থায়ী সমস্যা হিসাবে দেখা দিয়েছে। শেয়ার বাজারে নেমেছে নজিরবিহীন ধস। ব্যাঙ্কের সুদ কমিয়ে অর্থাৎ ঋণের বাজারে অর্থের জোগান বাড়াবার এবং অন্যান্য নানা রকমের টোটকার ব্যবস্থা করেও এই ধাক্কার সামাল দিতে পারছে না মার্কিন সরকার। ফলে মার্কিন অর্থনীতিতে বিনিয়োগও থমকে দাঁড়িয়েছে। শেয়ার বাজার থেকে শুরু করে ভারতীয় অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্র মার্কিন অর্থনীতির সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত বলে এই মন্দার ঢেউ এ দেশের অর্থনীতিতেও এসে আছড়ে পড়েছে; এখানেও শেয়ার বাজারে রেকর্ড পরিমাণ ধস নেমেছে। স্বাভাবিকভাবেই এই ধাক্কা থেকে রেহাই পায়নি এ দেশের তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পও। মার্কিন অর্থনীতিতে মন্দা এবং তার ফলে বিনিয়োগ কমায় আউটসোর্সিং-এর কাজেও ভাটা পড়েছে। এই ধাক্কা সামাল দিতে এখানকার আই টি কোম্পানিগুলি, একদিন যে কর্মীরা কোটি কোটি ডলার মুনাফা এনে দিয়েছে, আজ তাঁদেরকেই ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে। টাটা কনসালটেন্‌সি ইতিমধ্যেই ৫০০ কর্মীকে ছাঁটাই করেছে। অন্যান্য প্রায় সব কোম্পানিতেই চলছে ছাঁটাই পর্ব।

মার্কিন অর্থনীতিতে মন্দার পরিণামে বেকারের সংখ্যাবৃদ্ধি ভোটের বছরে শাসক ও বিরোধী বুর্জোয়া দলগুলির নেতাদের চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আউটসোর্সিং-এর বিরুদ্ধে সেখানকার শ্রমিক-কর্মচারী সাধারণ নাগরিকদের আওয়াজ এমন জোরালো হয়েছে যে তা এবার একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনী ইস্যু। পূর্বের কোনও নির্বাচনে এটি এত গুরুত্ব পায়নি। আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডেমোক্র্যাট দলের পদপ্রার্থীদের মুখেও শোনা যাচ্ছে আউটসোর্সিং বিরোধিতার কথা। মার্কিন জনমতের চাপই যে তাঁদের আউটসোর্সিং-এর বিরুদ্ধে মুখ খুলতে বাধ্য করেছে তা পরিষ্কার। তাঁদের এমনও বলতে হচ্ছে যে, যেসব মার্কিন সংস্থা আউটসোর্সিং করাবে তাদের ট্যাক্স বেশি দিতে হবে অথবা সরকার তাদের ট্যাক্স ছাড় বন্ধ করে দেবে। এর ফল মার্কিন অর্ডারের ওপর নির্ভরশীল ভারতীয় তথ্যপ্রযুক্তি কোম্পানিগুলির পক্ষে মারাত্মক হতে বাধ্য। যা এখানকার তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের মন্দাকে প্রায় স্থায়ী সমস্যায় পরিণত করবে।

আই টি শিল্পে মন্দার জন্য এই সব মূল অর্থনৈতিক কারণগুলির উল্লেখ না করে মালিকরা বন্‌ধ এবং প্রায় অস্তিত্বহীন ট্রেড ইউনিয়নকেই দায়ী করেছে কেন? তারা কি এর দ্বারা কোনও কিছুকে আড়াল করতে চাইছে? আসলে এই চরম মিথ্যাচারের উদ্দেশ্য হল, সংকটের মূল কারণটি যে শোষণমূলক পুঁজিবাদী আর্থিক ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে, পুঁজিবাদী বিশ্বায়ন যে সমস্যার কোনও সমাধানই নয় — এ সত্যকে সাধারণ মানুষের দৃষ্টি থেকে আড়াল করা এবং সংকটের দায় শ্রমিক-কর্মচারীদের উপর চাপানোর মধ্য দিয়ে তাঁদের ক্ষোভ-বিক্ষোভকেও ভোঁতা করে দেওয়া, যাতে কোনও রকম প্রতিবাদ বা আন্দোলন না করে তারা মালিকদের সমস্ত রকম স্বেচ্ছাচারিতা ও শোষণ-জুলুম নীরবে মেনে নেয়। এই প্রচারে বুর্জোয়া সংবাদমাধ্যমগুলি তাদের পূর্ণ সহযোগিতা করে চলেছে। বহু সময়েই এই প্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে কিছু শিক্ষিত মানুষও ভাবেন, দেশের শিল্পসংকটের জন্য বনধ-আন্দোলনই দায়ী! এই ভাবনার মধ্যে যে কত বড় ভুল রয়েছে, আশা করি তাঁরা সেটা বিচার করে দেখবেন। বাস্তবে এই সংকটের কারণ নিহিত রয়েছে পুঁজিবাদের তীব্র বাজার সংকট এবং এর বিদেশি শিল্প-সংস্থার উপর নির্ভরশীল চরিত্রের মধ্যেই — কর্মীদের কাজ করা না-করার মধ্যে নয়। মালিকরা বন্‌ধ-ইউনিয়নের বিরোধিতা করছেন আই টি শিল্পের কোনও অগ্রগতি বা বিকাশের স্বার্থে বা সেই শিল্পের বিশেষ অসুবিধার কথা মাথায় রেখে নয়। সামগ্রিকভাবে দেশে পুঁজিপতিশ্রেণী সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের বর্তমান পর্যায়ে সর্বোচ্চ মুনাফার স্বার্থে শ্রমিকশ্রেণীর উপর যে মারাত্মক আক্রমণ নামিয়ে এনেছে, এই বিরোধিতা সেই আক্রমণেরই অঙ্গ।

অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের মিছিলে এসে মন্ত্রী দাবিপত্র গ্রহণ করলেন

জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম অফ অ্যাকশন ও তার অন্তর্ভুক্ত অঙ্গনওয়াড়ি এমপ্লয়িজ ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার আহ্বানে গত ২৫ ফেব্রুয়ারি অঙ্গনওয়াড়ি কর্মচারীদের এক বিশাল মিছিল দিল্লির যন্তর মন্তরে সমবেত হয়। ঐ সমাবেশে এসে কেন্দ্রীয় নারী ও শিশু উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী শ্রীমতী রেণুকা চৌধুরী এই নিশ্চয়তা দেন যে, তিনি অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের দুরবস্থা সম্পর্কে সচেতন এবং তাঁদের সরকারি কর্মচারী হিসাবে মর্যাদা দেওয়ার দাবিও গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করছেন। শীঘ্রই তিনি এ সম্পর্কে সরকারি নীতি ঘোষণা করবেন। একইসঙ্গে তিনি আই সি ডি এস প্রকল্পকে আরও উন্নত করবেন বলে নিশ্চয়তা দেন।

জে পি এ সভাপতি অচিন্ত্য সিনহা তাঁর ভাষণে আই সি ডি এস প্রকল্পে পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ চালু করার সরকারি পরিকল্পনা সম্পর্কে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, এই পদক্ষেপ নেওয়া হলে তা, এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য এবং তাকে যে কর্মচারীরা রূপদান করতে সচেষ্ট, উভয়েরই স্বার্থের বিরুদ্ধে যাবে। তিনি কর্মচারীদের ছ'দফা দাবি সম্পর্কে সরকারি নীরবতার সমালোচনা করেন।

অঙ্গনওয়াড়ি কর্মচারী ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট শ্রীমতী হরগোবিন্দ কাউর এবং সাধারণ সম্পাদক শ্রীমতী জগমতি মালিক তাঁদের ভাষণে, একেবারে গ্রামস্তরে এই প্রকল্পের গুরুত্বের কথা এবং গ্রামস্তরে মা ও শিশুদের দেখভাল করছেন যে সমস্ত কর্মীরা, তাঁদের আর্থিক দুরবস্থার কথাও তুলে ধরেন। সাম্মানিক বেতন বৃদ্ধি এবং কাজের পরিবেশ উন্নত করার দাবিও তাঁরা জানান। পাঞ্জাব সরকার যেভাবে ৩৫ জন অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীর বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা রুজু করেছে, তার নিন্দা করে অবিলম্বে সেই মামলা প্রত্যাহারের জন্য তাঁরা মন্ত্রীর কাছে দেওয়া স্মারকলিপিতে দাবি করেছেন।

দিল্লিতে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের বিশাল সমাবেশ

পশ্চিম মেদিনীপুর

গণসংগ্রাম কমিটির পথ অবরোধ, আলোচনায় বসবেন সেচমন্ত্রী

স্থায়ী বন্যা নিয়ন্ত্রণের দাবিতে ১৯৮৬ সালে মেদিনীপুর জেলায় গড়ে উঠেছিল গণসংগ্রাম কমিটি। কেলেঘাই-কপালেশ্বরী-বাগুই নদীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও জলনিকাশির দাবিতে আন্দোলনের জন্য এই কমিটি গড়ে তোলা হয়। সমস্যা সমাধানে সরকারের দীর্ঘ অবহেলাই এলাকাবাসীকে আন্দোলনের পথে ঠেলে দেয়। এই কমিটির আন্দোলনের ফলে '৯৫ সালে ৩৩ কোটি টাকার একটি প্রকল্প ঘোষিত হয়।

সিপিএম সরকার বন্যাকবলিত এই এলাকার সমস্যার প্রতি এতই উদাসীন যে, বন্যানিয়ন্ত্রণে উক্ত প্রকল্পের ডিপিআর (Detailed Project Report) কেন্দ্রকে জমা দেয়নি। ফলে কাজও হচ্ছে না। এই অবস্থায় আবারও বন্যা, আবারও বিপুল ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কায় আন্দোলনে নেমেছে গণসংগ্রাম কমিটি।

৭ মার্চ এই কমিটির ডাকে বাখরাবাদে ৬০নং জাতীয় সড়কে এবং সবং ব্লকের তেখালিতে গ্রামবাসীরা পথ অবরোধ করেন। দুই স্থানেই হাজার হাজার নারী-পুরুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অবরোধে সামিল হন। টানা ২ ঘণ্টা অবরোধ চলে। আন্দোলনকারীদের সংগ্রামী মেজাজ দেখে পুলিশ অবরোধ ভাঙতে ভয় পায়। অবশেষে বিডিও উপস্থিত হয়ে জেলাশাসকের সাথে বৈঠকের ব্যবস্থা করেন এবং সেচমন্ত্রী সুভাষ নস্কর তাঁর দপ্তরে সমস্যা সমাধানে আলোচনার প্রতিশ্রুতি দিলে অবরোধ তুলে নেওয়া হয়।

বাখরার অবরোধে নেতৃত্ব দেন কমিটির সম্পাদক পঞ্চানন প্রধান, ইউনুস আলি, সূর্য প্রধান প্রমুখ। তেখালিতে নেতৃত্ব দেন জগন্নাথ দাস, ষড়ানন পণ্ডা, ভূষণ মণ্ডল প্রমুখ।

R. No 5268 / 60
Postal Registration No. SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/2007-09
P. R.(Fgn) No. SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/FGN - 028/2007-09

(বাঁয়ে) ২৫ ফেব্রুয়ারি উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ, (ডাইনে) ২৬ ফেব্রুয়ারি ওড়িশা বিধানসভা ভবনের সামনে বিক্ষোভ

সম্বলপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীকে গণধর্ষণের প্রতিবাদে সোচ্চার ছাত্রসমাজ

২৩ ফেব্রুয়ারি ওড়িশার সম্বলপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের এম সি এ প্রথম বর্ষের এক ছাত্রী সন্ধ্যায় কিছু কেনাকাটার জন্য হোস্টেলের বাইরে গেলে এক দল দুষ্কৃতী তাকে অপহরণ করে এবং মাদক খাইয়ে গণধর্ষণ করে। পরদিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৫ কিলোমিটার দূরে অর্ধচেতন অবস্থায় তাঁকে পাওয়া যায়। তাঁর সারা গায়ে আঘাতের চিহ্ন, সিগারেটের ছেঁকা। বোঝা যায়, তিনি দুষ্কৃতীদের আক্রমণ থেকে বাঁচার আপ্রাণ চেষ্টা করে গেছেন। স্থানীয় কিছু মানুষ তাঁকে অর্ধচেতন অবস্থায় দেখতে পেয়ে হাসপাতালে ভর্তি করে এবং পুলিশে খবর দেয়। কিন্তু পুলিশ অপরাধীদের গ্রেপ্তারের জন্য কোনও চেষ্টাই করেনি, এমনকী আহত ছাত্রীটির যথাযথ চিকিৎসার ব্যবস্থাও করেনি। এদিকে নিখোঁজ ছাত্রীর সহপাঠীরা তাঁকে খুঁজে বের করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং পুলিশকেও বারবার অনুরোধ করলেও কেউই কোনও উদ্যোগ নেয়নি।

এই মর্মান্তিক ঘটনা প্রকাশ পেতেই ওড়িশার ছাত্রসমাজ এ আই ডি এস ও-র নেতৃত্বে প্রতিবাদে ফেটে পড়ে। সম্বলপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং গঙ্গাধর মেহের কলেজের ছাত্রছাত্রীরা দ্রুত হাসপাতালে যায় এবং পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার প্রতিবাদে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ৬নং জাতীয় সড়ক অবরোধ করে। বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা ক্লাস, পরীক্ষা বয়কট করে প্রতিবাদী ধরনায় সামিল হয়। সম্বলপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং হোস্টেল সুপার ১২ ঘণ্টা পরেও এমন মর্মান্তিক ঘটনা সম্পর্কে না জানার ভান করলে ছাত্রছাত্রীরা তাদের ঘেরাও করে। আন্দোলনের চাপে ওই ছাত্রীকে বুরলা মেডিকেল কলেজে ভর্তি করা হয়।

এই ধর্ষণের প্রতিবাদে এবং ছাত্রীদের নিরাপত্তার দাবিতে উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়, র‍্যাভেনশ বিশ্ববিদ্যালয় সহ বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীরা রাস্তায় নেমে পড়ে। এই আন্দোলন ব্যর্থ করতে সম্বলপুর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অনির্দিষ্ট কালের জন্য হোস্টেল বন্ধের নোটিশ দিলে এ আই ডি এস ও ২৬ ফেব্রুয়ারি সারা ওড়িশা প্রতিবাদ দিবস পালনের ডাক দেয়। ওই দিনই ওড়িশা বিধানসভা ভবনের সামনে বিশাল ছাত্রসমাবেশ হয়। যুব সংগঠন এ আই ডি ওয়াই ও এবং মহিলা সংগঠন এ আই এম এস এস-ও প্রতিবাদে সামিল হয়। বিজেপি-বিজেডি পরিচালিত ওড়িশা সরকারের পুলিশ এই আন্দোলনে লাঠি চালায় এবং ৩০০ জনকে গ্রেপ্তার করে। প্রতিবাদে ১২ ঘণ্টা সম্বলপুর বন্‌ধ পালিত হয়। আন্দোলনের চাপে মুখ্যমন্ত্রী আর ডি সি তদন্ত ঘোষণা করেন এবং পুলিশ ৪ জন দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হয়। এদিকে এই নৃশংস ঘটনার প্রতিবাদে ২৯ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় উৎকল ভবনের সামনে এ আই ডি এস ও বিক্ষোভ দেখায়।

শুধু ওড়িশাতেই নয়, দেশের প্রায় সর্বত্রই ছাত্রীরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে বা বাইরে বীভৎস যৌন অত্যাচারের শিকার হচ্ছে। গুজরাটের পিটিসি কলেজেও ইন্টারন্যাল অ্যাসেসমেন্টের নম্বর না দিয়ে ফেল করিয়ে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে কলেজের কয়েকজন শিক্ষক এক ছাত্রীকে দিনের পর দিন ধর্ষণ করেছে। অন্যান্য রাজ্যেও ছাত্রীরা নানাভাবে যৌন নিগ্রহের শিকার হচ্ছে। এরই বিরুদ্ধে এ আই ডি এস ও ৮-১৪ মার্চ সারা ভারত প্রতিবাদ সপ্তাহ পালন করে। স্মারকপত্রে সারা দেশব্যাপী ছাত্রছাত্রীদের স্বাক্ষর সংগ্রহ করে রাষ্ট্রপতি প্রতিভা পাতিলের কাছে পাঠানো হয়। মহিলা রাষ্ট্রপতি ছাত্রীদের সমস্যা যথাযথভাবে উপলব্ধি করে কার্যকরী ব্যবস্থা নেবেন ছাত্রছাত্রীদের এ আশা স্বাভাবিক। তাঁর উদ্দেশে প্রেরিত স্মারকপত্রে ১) দোষীদের শাস্তি, ২) পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার শাস্তি, ৩) আক্রান্ত ছাত্রীর উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ, ৪) ছাত্রীদের নিরাপত্তা, ৫) স্কুলে যৌনশিক্ষা এবং অশ্লীল বিজ্ঞাপন বন্ধ করা, ৬) ছাত্রীদের ক্যারাটে শিক্ষার ব্যবস্থা করা, ৭) শিক্ষায়তনের আশেপাশে মদ-জুয়া-সাট্টার ঠেক বন্ধ করার দাবি জানানো হয়েছে।

হিমাচলে বিজেপি মদের দাম কমাল, বাড়াল বাসের ভাড়া

হিমাচল প্রদেশে বিজেপি সরকার মদের দাম কমিয়ে দিয়েছে। সদ্য ক্ষমতাসীন হয়ে বিজেপি সরকার মদের উপর থেকে ‘ভ্যাট’ তুলে নিয়েছে। ফলে মদের দাম কমে গিয়েছে। অন্যদিকে পেট্রল-ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির অজুহাত তুলে তারা বাসের ভাড়া ২৫ শতাংশ বাড়িয়ে দিয়েছে। বিজেপি সরকারের যুক্তি, কেন্দ্রীয় সরকার পেট্রল ডিজেলের দাম বাড়িয়েছে, সুতরাং বাসের ভাড়া না বাড়িয়ে উপায় নেই। একই যুক্তি এ রাজ্যের সিপিএম সরকারও বার বার দিয়েছে। প্রশ্ন হল পেট্রল ডিজেলের দাম বাড়লেই কি বাসের ভাড়া বাড়ানোর যৌক্তিকতা থাকে? পেট্রল ডিজেলের উপর কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার যে পরিমাণ ট্যাক্স বসিয়েছে তা খানিকটা কমালেই এই মূল্যবৃদ্ধির কোনও প্রয়োজন হয় না। ২০০৪ সালের হিসাব অনুযায়ী প্রতি লিটার পেট্রলে কেন্দ্র ও রাজ্য মিলে ২৪.২৮ টাকা এবং ডিজেলে ১২.২১ টাকা শুল্ক ও সেস আদায় করে। এই শুল্ক কি কিছুটা কমানো যেত না? মদের উপর যদি ট্যাক্স কমানো যায় তাহলে জনসাধারণের স্বার্থে পেট্রল ডিজেলে ট্যাক্স কমানো হবে না কেন?

(সূত্র ঃ দ্য হিন্দু ৬ মার্চ ২০০৮)

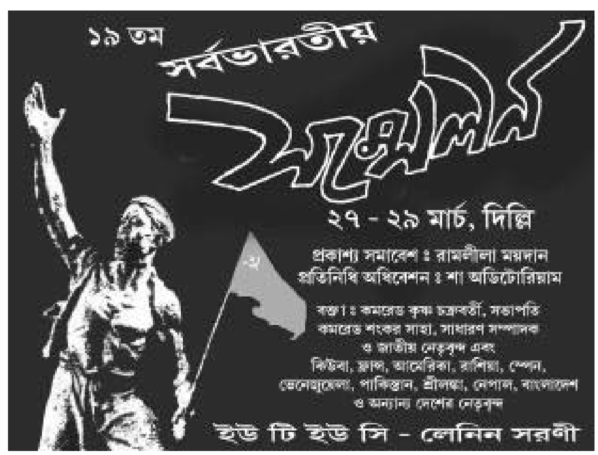

সুবাস ঘিসিং-এর পদত্যাগের দাবিতে যৌথ মিছিল

দার্জিলিং পার্বত্য এলাকাকে ষষ্ঠ তপশিলে অন্তর্ভুক্ত না করা, সুবাস ঘিসিং-এর অপসারণ এবং পাহাড়ের উন্নয়নের দাবিতে ২৬ ফেব্রুয়ারি শিলিগুড়িতে এস ইউ সি আই, সি পি আই-এম এল লিবারেশন এবং সি পি আর এমের মৌন মিছিল। সামনের সারিতে বাঁদিক থেকে দ্বিতীয় এস ইউ সি আই জেলা সম্পাদক কমরেড গৌতম ভট্টাচার্য।

২১ ফেব্রুয়ারি মাতৃভাষা দিবসে হাওড়ায় সভা

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে ভাষা ও সংস্কৃতির উপর আক্রমণ এবং নন্দীগ্রামে প্রতিরোধ আন্দোলনের উপর রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের প্রতিবাদে ২১ ফেব্রুয়ারি হাওড়ার ‘উলুবেড়িয়া মহকুমা সাংস্কৃতিক ও সামাজিক কর্মী মঞ্চে’র উদ্যোগে উলুবেড়িয়া ইনস্টিটিউট হলে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, শিল্পী, সাংস্কৃতিক ও সমাজকর্মী সহ বিভিন্ন অংশের মানুষ এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হন। অধ্যাপক সুকুমার বসু, ডঃ জাহানারা বেগম ২১ ফেব্রুয়ারির ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও তার প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে আলোচনা করেন। বিশেষ আমন্ত্রিত হিসাবে বক্তব্য রাখেন ‘শিল্পী-সাংস্কৃতিক কর্মী ও বুদ্ধিজীবী মঞ্চে’র অন্যতম সদস্য আশিস বসু। সভাপতিত্ব করেন মঞ্চের সভাপতি ডঃ শ্যামল কান্তি বিশ্বাস।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২২৭১৯৫৪, ২২৪৪০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪, ২২৪৯১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ e-mail : suci_cc@vsnl.net Website : www.suci.in